রাসুলুল্লাহ্ (স.)-এর শিক্ষানীতি

ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম

রাসূলুল্লাহ (স.)-এর শিক্ষানীতি

ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম

প্রফেসর'স বুক কর্ণার
বড় মগবাজার, ঢাকা।
ফোন : ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪

www.amarboi.org

রাসূলুল্লাহ (স.)-এর শিক্ষানীতি

ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম

প্রকাশক
এ. এম সফিকুল ইসলাম
প্রফেসর'স বুক কর্ণার
১৯১ ওয়ারলেছ রেলগেট
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
মোবা: ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪
ফোন ঃ ৯৩৪১৯১৫

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ ঃ অক্টোবর-২০১২ ইং

প্রচ্ছদ
প্রফেসর'স ডিজাইন গ্রাফিক্স

মুদ্রণ
বাংলাবাজার প্রেস
শিংটোলা, ঢাকা।

মূল্য ঃ ৩০.০০ টাকা মাত্র।

পরিবেশনায়

প্রফেসর'স বুক কর্ণার
১৯১ ওয়ারলেছ রেলগেট
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৪১৯১৫, ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪

প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স
৪৩৫ ওয়ারলেছ রেলগেট
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

www.amarboi.org

লেখকের কথা

শিক্ষা একটি জাতির মেরুদন্ড। মেরুদন্ডহীন কোন প্রাণী যেমনি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেনা তেমনি অ-শিক্ষিত একটি জাতির পক্ষে ও মাথা উচুঁকরে বিশ্বে দরবাওে দাড়ানো অসম্ভব।

মূলত রাসূল সা.-এর শিক্ষানীতিতে সমগ্র মানবজাতির পাঠক্রম হচ্ছে আল-কুরআন এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যসূচি বা Syllabus হচ্ছে রাসূলের জীবন ও কর্মপদ্ধতি। মহান স্রষ্টা আলল্লাহ্তা'আলা এই মহান শিক্ষকের জন্য উপহারস্বরূপ প্রদান করেন মহাগ্রন্থ 'আল-কুরআন'। আল্লাহতায়লা মানবজাতিকে কোন একাডেমিক শিক্ষা দেয়ার জন্য রাসূল সা.-কে এ পৃথিবীতে পাঠাননি। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, শিৰার জন্ম ও এর সার্বিক প্রসারে একমাত্র ইসলাম ছাড়া আর কোন মতবাদ বা ধর্মে অনুরূপ কোন ধারণাই ছিল না।

তাই বলা যেতে পারে পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব আমাদের প্রিয় নবী মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ সা.-এর শিক্ষানীতি, ছাত্র-শিৰক সম্পর্ক, চিন্তা ও কর্মময় জীবনকীর্তি ও অবদান আমাদের জন্য অবিস্বরণীয়ও অনুকরণীয় আদর্শ হয়ে থাকবে।

www.amarboi.org

www.amarboi.org

সূচিপত্র

১। রাসূলুল্লাহ (স.)-এর শিক্ষানীতি / ০৭
২। নৈতিক শিক্ষা ও আগামী প্রজন্ম / ১৩
৩। জ্ঞানার্জনমূলক লক্ষ্য / ১৫
৪। নৈতিক চরিত্র গঠনই মূল লক্ষ্য / ১৭
৫। আত্মিক উন্নয়নে শিক্ষা / ২০
৬। সেকুলার শিক্ষানীতির অন্তরালে ধর্মবিমুখ / ২৬
৭। নতুন প্রজন্ম-ই মূল লক্ষ্য / ২৬

www.amarboi.org

www.amarboi.org

রাসুলুল্লাহ (স.)-এর শিক্ষানীতি

আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে প্রথম বাণীটিই ছিল- "ইকরা বিইসমি রাব্বিকালল্লাজি খালাক।" "পড় তোমার রবের নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, পড় দিয়েই শুরু হয়েছে সর্বকালের সেরা মানুষ আমাদের প্রিয় নবী মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ সা. এর মিশনের যাত্রা। আল্লাহতায়ালা আদম থেকে শুরু করে সকল নবী এবং রাসূলকে শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত করেই তাদের পরিচয় তুলে ধরেছেন। আলল্লাহ বলেন : 'হে নবী! আপনাকে আমি এমন সব জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছি যা আপনিও জানতেন না এবং আপনার পূর্বপুরুষও জানতো না।' (৬:৯২) আলল্লাহপ্রদত্ত জ্ঞানদক্ষতায় রাসূল সা. এতই পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন যে, শিক্ষা সম্প্রসারণে বিশ্বমানবতার মহান শিক্ষকরূপে তার আবির্ভাব হয়েছিল। সে জন্য রাসূল সা. নিজেও এ পৃথিবীতে রাষ্ট্রপ্রধান, সেনাপতি কোন নামেই নিজের পরিচয় তুলে ধরেননি। বরং তিনি নিজেকে শিক্ষক হিসেবে পরিচয় দিতে এভাবে গর্ববোধ করেছেন। রাসূল সা. বলেন : 'বুয়িস্তু মোয়ালিল্লমান' 'আমি মানবতার জন্য শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছি।' আলল্লাহ্পাক রাসূলে করীম সা.-এর পরিচয় দেন এভাবে : "তিনি (আলল্লাহ্) যিনি নিরক্ষর লোকদের মধ্য হতে তাদেরই একজনকে নবী হিসেবে উন্নীত করেছেন, যিনি (নবী সা.) তাদের কাছে আবৃত্তি বা পাঠ করেন তার (আলল্লাহ) নিদর্শনসমূহ, তাদের পূত-পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও জ্ঞান; যদিও তারা পূর্বে মিথ্যা বিশ্বাসের অনুসারী ছিল।" (৬২:২)

হযরত মুহাম্মদ সা. ছিলেন উম্মি। মানবরচিত কিতাব বা গ্রন্থজ্ঞান তিনি আহরণ করেননি। মানবরচিত গ্রন্থের শিক্ষা অর্জন না করার ফলে তিনি কোন লেখক বা গ্রন্থকারের মতবাদ দ্বারা পক্ষপাতদুষ্ট হওয়া থেকে ছিলেন পাক ও পবিত্র। কারণ সমগ্র বিশ্বের তথা বিশ্বমানবজাতির যিনি শিক্ষক, তিনি কী করে কোন মানুষবিশেষের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন? তাহলে বিশ্বকে সার্বজনীন শিক্ষা দেবে কে? আর এ কারণেই আলল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় রাসূল সা.- এর শিক্ষার ভার নিজেই গ্রহণ করেছেন। রাসূল সা.

www.amarboi.org

শিক্ষকসুলভ আচরণের মাধ্যমে আরবদের মাঝে লুক্কায়িত সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোয় আলোকিত করার কর্মসূচিতে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি মানবকুলের শ্রেষ্ঠসম্পদ হিসেবে জ্ঞানকেই আখ্যায়িত করলেন। আলরাহ্ বলেন : "কুল, রাব্বি জ্বিদ্‌নি ইলমা"– "বল, হে রব আমার, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর।"

কুরআনের বাণী : 'যাকে জ্ঞান-প্রজ্ঞায় সমৃদ্ধ করা হয়েছে তাকে মহাকল্যাণে ভূষিত করা হয়েছে।' (২:২৬৯) 'যে ব্যক্তি জ্ঞান রাখে আর যে জ্ঞান রাখে না তারা উভয় কি সমান হতে পারে?' (সূরা জুমার : ৯) রাসূল সা.-এর হাদিসেও আমরা দেখতে পাই 'জ্ঞানান্বেষণ করা প্রত্যেক নর-নারীর ওপর ফরজ হিসেবে বিবেচ্য।' তিনি জ্ঞানান্বেষণে যুক্ত হতে এত বেশি অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলেন যে তাঁর বাণী শিক্ষাদর্শনের কালোত্তীর্ণ উপমারূপে গণ্য হয়েছে। তিনি আরো বলেছেন : 'রাতের কিছু সময় জ্ঞানের অনুশীলন করা সারারাত জাগ্রত থেকে ইবাদত করার চেয়েও উত্তম।' এভাবেই তিনি নিরক্ষরতামুক্ত সমাজ গঠন, শিক্ষা ও জ্ঞানদক্ষতার উন্নয়নের ধারণা সমগ্র মানবজাতির সামনে তুলে ধরে শিক্ষার মৌলিক নীতিমালা পেশ করেন।

মূলত রাসূল সা.-এর শিক্ষানীতিতে সমগ্র মানবজাতির পাঠক্রম হচ্ছে আল-কুরআন এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যসূচি বা Syllabus হচ্ছে রাসূলের জীবন ও কর্মপদ্ধতি। মহান স্রষ্টা আলরাহ্‌তা'আলা এই মহান শিক্ষকের জন্য উপহারস্বরূপ প্রদান করেন মহাগ্রন্থ 'আল-কুরআন'। আল্লাহতায়লা মানবজাতিকে কোন একাডেমিক শিক্ষা দেয়ার জন্য রাসূল সা.-কে এ পৃথিবীতে পাঠাননি। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, শিৰার জন্ম ও এর সার্বিক প্রসারে একমাত্র ইসলাম ছাড়া আর কোন মতবাদ বা ধর্মে অনুরূপ কোন ধারণাই ছিল না। বরং শিৰাসংক্রান্ত সব মতবাদ প্রকৃতপৰে ইসলামের শিৰা থেকেই প্রণীত। জাহিলিয়াতের যুগে এ কাবা শরীফই ছিল শিৰা-সাহিত্য ও সংস্কৃতির পীঠস্থান। অধ্যাপক পি কে হিট্টির ভাষায় : "The fair of Ukaz stood in pre-Islamic days for a kind of academic franchise of Arabia."

অনেকের মতে রাসূল সা. তাঁর নবুওয়তের অতি শৈশব অবস্থায় মক্কা নগরীস্থে ঐতিহাসিক সাফা পর্বতের পাদদেশে 'দারবল আরকাম' নামেও একটি প্রতিষ্ঠানের সূচনা করেন। বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এটিই

www.amarboi.org

ইতিহাসের সর্বপ্রথম শিক্ষালয়। আজকের বেসরকারি উদ্যোগের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ধারণা আধুনিক পৃথিবী এখান থেকেই লাভ করেছে। এ স্থানে তিনি তাঁর নবদীক্ষিত শিষ্যদেরকে গোপনে নামাজ ও সংশিষ্ট বিষয়াদি শিক্ষা দিতেন। পরে তিনি মদিনা শরীফে হিজরত করে 'কুব্বা' নামক স্থানে সর্বপ্রথম একটি ক্ষুদ্র মসজিদ স্বহস্তে স্থাপন করেন ও পরে তিনি মদিনায় মসজিদে নববী প্রতিষ্ঠা করেন। রাসূল সা. আসরের নামাজের পরেই অধিকাংশ সময় ও মসজিদে শিক্ষাদানে ব্রত থাকতেন। লক্ষণীয়, নারীদের মধ্যে শিক্ষা দান ও প্রচারের জন্য তিনি সপ্তাহের একটি দিনও ধার্য করে রেখেছিলেন। সে দিনটিতে মহিলাগণ নির্ধারিত করে জমায়েত হয়ে আল-কুরআনের অমিয় শিক্ষা গ্রহণ করতেন। রাসূলুল্লাহ সা.-এর সহধর্মিণী ও সিদ্দিক নন্দিনী হযরত আয়েশা রা.সহ অনেকেই নারীশিক্ষার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। নারীর ব্যক্তিসত্তার পরিচর্যা, আত্মিক উন্নয়ন ও নৈতিক গুণাবলীর উৎকর্ষ সাধনের জন্য নবী সা. পুঁথিগত বিদ্যার বাইরেও তিনি জ্ঞানার্জনের পরামর্শ দিতেন। হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, ২রা হিজরিতে (৬২৩ খ্রিষ্টাব্দে) মাকরামাহ ইবনে নাওফেল নামক জনৈক আনসারের গৃহে 'দারুল কারবাহ' নামে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল। এ প্রতিষ্ঠানটি ছিল আবাসিক ধরনের। সাহাবীগণ তাঁর গৃহে থেকে জ্ঞানার্জন করতেন।

এভাবে মদিনার আবু উসামা বিন যুবায়ের রা. বাড়িতে একটি শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করেন। হযরত মুসআব বিন উমায়ের রা. কে রাসূল সা. এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিযুক্ত করেন। আর এটিই মদিনায় প্রতিষ্ঠিত সর্বপ্রথম শিক্ষালয়। মদিনায় দ্বিতীয় শিক্ষালয়টি হচ্ছে হযরত আবু আইউব আনসারী রা. এর ব্যক্তিগত বাসভবন। আনসারী রা.-এর এই ভবনে রাসূল সা. দীর্ঘ আট মাস শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা করেন। শিক্ষার আলো মানুষের দোড়গোড়ায় পৌঁছে দিতে রাসূল সা. এভাবে আলোকিত মানুষকে নিয়ে আলোকিত সমাজ গড়ার দৃপ্ত শপথ নেন। সাহাবীগণ কুরআন শরীফের আয়াত মুখস্থ করার জন্য তিনি তিনবার আবৃত্তি করতেন। আল-কুরআন শিক্ষা করা ছাড়াও সাহাবীগণ ধর্মীয় বিধান (rituals), কারুময় হস্তলিপি (calligraphy), বংশ ইতিহাস (geneology), ঘোড়দৌড়, বিদেশী ভাষা ও তীর নিক্ষেপ শিক্ষা করতেন। একযোগে দীন ও দুনিয়ার শিক্ষা প্রদানের পদ্ধতি ও প্রয়োগ আল্লাহর রাসূল সা. এভাবে প্রচলিত করেন। রাসূল করীম সা.-এর জীবদ্দশায় ৯টি মসজিদ মদিনায় ছিল। এসব মসজিদে মদিনা ও এর নিকটবর্তী অঞ্চলের

www.amarboi.org

ছেলেমেয়েরা শিৰা গ্রহণের জন্য সমবেত হতো। আধুনিক শিৰাদান পদ্ধতির মত তখন ভর্তি পরীৰা ও বেতনের দ্বারা শিৰার দ্বার সংকুচিত ছিল না। মসজিদ ছিল তখন একটি উন্মুক্ত বিদ্যালয়, যা থেকে বর্তমান বিশ্ব Open University-এবং আবাসিক হলের ধারণা লাভ করেছে। শিৰাদানের বহু প্রজ্ঞাময় ও জ্ঞানী সাহাবী তখন ছিলেন শিৰকতায় নিবেদিত। তাঁদেরকে ঘিরে রাখতেন ছাত্ররা মৌমাছির মতো।

দূরবর্তী মেধাবী শিক্ষার্থীদের একত্রিত করে কেন্দ্রীয়ভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতেন। যারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে উন্নত পাঠদানে পারদর্শী হতেন তাদের থেকে নির্বাচন করে গ্রুপভিত্তিক বিভিন্ন এলাকার শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রেরণ করতেন। হিজরি ১১ সনে হযরত মুআয বিন জাবাল রা.-কে ইয়েমেনের গভর্নর করে পাঠান। সেখানকার প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার চিত্র পরিদর্শন করা এবং বিভিন্ন অঙ্গনের শিক্ষাবিষয়ক সমস্যাগুলো সমাধানের নিমিত্তে তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত সাহাবী ছিলেন।

বলা যারা সারা বিশ্বব্যাপী একটি নিরক্ষরতামুক্ত সমাজ গঠনে রাসূল সা.-এর এই ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিল

রাসূল সা. পত্র-সাহিত্যের মাধ্যমে শিক্ষা প্রসারে ও নিরক্ষরতা দূরীকরণে যে নবধারা সৃষ্টি করেছিলেন তারই ধারাবাহিকতায় আজ বিশ্বব্যাপী উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষার আইডিয়া লাভ করেছে। পত্রের মাধ্যমে শিক্ষা প্রসারের একটি উলেৱখযোগ্য হাদিস হচ্ছে- 'নবী সা. সিরিয়ার সেনাপ্রধানের হাতে পত্র দিয়ে বললেন, তুমি নির্দিষ্ট স্থানে পৌছার পূর্বে এ পত্রটি পড়বে না। তোমার বাহিনীর জন্য এ পত্রে কিছু শিক্ষণীয় বিষয় আছে। নির্দিষ্ট স্থানে পৌছে সেনাপ্রধান পত্রটি খুললেন।' (বুখারী, পৃ. ১৫) তৎকালীন পারস্য সম্রাট পারভেজ বিন হুরমুয বিন নৌশিরাওয়াঁর কাছে আলৱাহ্র একাত্ববাদে বিশ্বাস ও সত্য জ্ঞান উপলব্ধি করার আহ্বান জানানো হয়। হাদিসে এসেছে : 'রাসূল সা. এক ব্যক্তির হাতে পত্র দিয়ে বললেন, সে যেন পত্রটি পারস্য সম্রাট কর্তৃক নিয়োজিত বাহরাইনের গভর্নরের কাছে পৌছে দেয়। তিনি তার কথামত পত্রটি তার হাতে পৌছে দেন।' (বুখারী, পৃ. ১৫) এভাবে পত্রালাপ বা চিঠিপত্রের মাধ্যমে রাসূল সা. শিক্ষার আলো বিস্তারে সদা সচেষ্ট ছিলেন।

www.amarboi.org

ঐতিহাসিক খোদা বকশ 'Islamic Civilization' গ্রন্থে মসজিদের বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার সম্পর্কে মন্তব্য করেন নিম্নোক্তভাবে : "For the Muslims the mosque does not bear the same exclusive character as does a church for the hristians. It is not merely a place of worship. The Muslim indeed honours the mosque but he does not hesitate to use it for any laudab purpose." রাসূল সা. কর্তৃক বিদ্যাপীঠ হিসেবে মসজিদের এই সার্বজনীন প্রশংসনীয় ব্যবহারই উত্তরকালে শিৰার গণমুখী প্রসার ও সম্প্রসারণে অতি ব্যাপক ও গভীর ভূমিকা পালন করেছে। ঐতিহাসিক ইয়াকুবের মতে, বাগদাদে ৩০ হাজার মসজিদ শিৰাদানের জন্য ব্যবহৃত হতো; বড় মসজিদগুলোতে পাঠ্যতালিকা ভাগ করা ছিল। শিৰকগণ সে পাঠ্যতালিকা অনুযায়ী বিশেষ পাঠ্যসূচির ওপর বক্তৃতা দিতেন। পরিব্রাজক নাসির খসরবর মতে (একাদশ শতাব্দীতে) মিসরের রাজধানী কায়রোর মসজিদে প্রত্যেহ প্রায় ৫ হাজার লোক দীন ইলম হাসিল করার জন্য সমবেত হতো। সাম্প্রতিককালের মিসরের 'জামে আযহার', দিলিৰর 'জামেয়া মিলিৰয়া' এবং 'দেওবন্দ মাদ্রাসা' মসজিদভিত্তিক শিৰারই উত্তর ফসল।

সাইয়েদ সুলায়মান নদভী 'পয়গামে মুহাম্মদী'তে বলেন, 'নবুয়াত বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ শিৰায়তনটিতে একই সময়ে এক লাখেরও বেশি ছাত্র দেখতে পারেন। তাঁর (রাসূল সা.) প্রত্যেকটি ছাত্রের নাম, পরিচয়, অবস্থা, জীবনচরিত, শিৰা ও অনুশীলনের ফলাফল, প্রত্যেকটি বিষয় ইসলামের ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ আছে।' আধুনিক বিশ্বের শিৰা-বিজ্ঞানের পরিভাষায় : "Follow up study" বা "Cumulative Record" ও ছাত্রদের জীবন বৃত্তান্ত ততটুকু রাখতে সৰম হয়নি, যতটুকু আলৰাহর রাসূল সা.-এর ছাত্রদের 'ইতিহাস বৃত্তান্ত' বর্তমানে সংরৰিত হয়ে আছে। হযরত উমর রা. থেকে হযরত বিলাল রা. পর্যন্ত খলিফা, ক্রীতদাস, আরব, অনারব, প্রতিপত্তিশালী, নিরীহ, সবাই এক কাতারে সমমর্যাদার আলৰাহর রাসূলের সা. নিকট বিদ্যাশিৰা লাভের সমান সুযোগ ও মর্যাদা পেয়েছিলেন। রাসূলুলৰাহ সা.-এর শিৰায়তনে সার্বজনীনতার এ দিকটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর মধ্যে প্রবেশাধিকার লাভের জন্য বর্ণ ও আকৃতি, দেশ ও রাষ্ট্র, জাতি ও বংশ এবং ভাষা ও উচ্চারণ ভঙ্গিমার কোন প্রাচীরই

www.amarboi.org

ছিল না, বরং ঐ সময়ে দুনিয়ার সকল জাতি, সকল বংশ, সকল দেশ ও সকল ভাষাভাষীর জন্য শিৰার দ্বার ছিল উন্মুক্ত।

রাসূল সা. শিৰাকে বিশ্বজনীন করতে বিদেশী ভাষা বোঝার জন্য যায়েদ বিন সাবিত রা.-কে হিব্রিব ভাষা শিৰার নির্দেশ দেন। জানা যায়, তিনি মাত্র সতের দিনে এ ভাষা শিখতে সৰম হয়েছিলেন। রাসূল সা. শিৰানীতির আরো একটি অনুষঙ্গ হচ্ছে– অমুসলিমদের জন্য স্বতন্ত্র শিৰাপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করা। মুসলমানদের জন্য নেয়া শিৰাকর্মসূচির পাশাপাশি তিনি অমুসলিমদের জন্যও শিৰার ব্যবস্থা করেন। কেননা এটা ছিল তাদের প্রাপ্য মৌলিক অধিকার। তাই দেখা যায় কখনো কখনো ইহুদিগণ রাসূল সা.-এর কাছে আসতো এবং ধর্মীয় জ্ঞানশিৰায় অংশগ্রহণ করতো। স্যার উইলিয়াম মুয়র : আলৰাহর রাসূলের চরিত্রের প্রভাব ও দীপ্তি তুলে ধরেন এই বলে : "তিনি মধ্যমাকৃতি অপেৰা ঈষৎ দীর্ঘকায় হলেও দেখতে রাজোপম ও তেজস্বী ছিলেন। তিনি মানবকুলের সর্বাপেৰা রূপবান, সর্বাপেৰা সাহসী, সর্বাপেৰা প্রতীপ্ত সুকান্তি বিশিষ্ট ও সর্বাপেৰা উদার ছিলেন। তাঁকে দেখলে অনুমিত হতো যেন তাঁর মুখমণ্ডল থেকে স্বর্গীয় জ্যোতি বিচ্ছুতির হচ্ছে।"

আমরা রাসূল সা.-এর শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভ করতে পারি আসহাবে সুফফার ৭০ জন সাহাবীর সমষ্টির নিকট থেকে। তাঁরা কৃচ্ছ্রতা সাধন ও জ্ঞান পিপাসা নিবৃত্তির জন্য যে ত্যাগ ও কুরবানির নজির রেখে গেছেন তা বিশ্বের প্রলয়দিন পর্যন্ত সমুজ্জ্বল আদর্শ হয়ে থাকবে। তাঁরা দিনের বেলায় জঙ্গলে কাঠ কাটতেন জীবিকা নির্বাহের জন্য, আর রাতভর ইবাদত করতেন আলৰাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে। অনাগত জ্ঞানপিপাসু নতুন প্রজন্মের জন্য এর থেকে বড় দৃষ্টান্ত এখনো অনাবিষ্কৃত।

তাই বলা যেতে পারে পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব আমাদের প্রিয় নবী মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ সা.-এর শিক্ষানীতি, ছাত্র-শিৰক সম্পর্ক, চিন্তা ও কর্মময় জীবনকীর্তি ও অবদান আমাদের জন্য অবিস্মরণীয়ও অনুকরণীয় আদর্শ হয়ে থাকবে।

www.amarboi.org

নৈতিক শিক্ষা ও আগামীর প্রজন্ম

'Education' প্রত্যয়টির উদ্ভব ঘটেছে ল্যাটিন শব্দ 'Educere' থেকে, ইংরেজিতে এর ভাবার্থ হচ্ছে 'to lead out' বা 'to draw out'। শিক্ষার আরবি প্রতিশব্দ ইলম বা জ্ঞান। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ইংরেজি 'Education' শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'Educere' থেকে উদ্ভূত হয়েছে যার ভাবার্থ হলো 'to bring up' অথবা 'to train' অথবা 'to mould.' অর্থাৎ 'শিক্ষা' বলতে বোঝায় শিক্ষার্থীকে 'লালন করা' অথবা 'প্রশিক্ষণ দেয়া' অথবা 'কোন কিছুর আদলে তৈরি করা।' শিক্ষা এমন একটি ধারবিহীন অস্ত্র যা দিয়ে চিন্তা জগতের জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়ে থাকে। সৃষ্টির সূচনা হতেই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়ে আসছে। পৃথিবীর আদি পিতা হযরত আদম (আ) আল্লাহপাকের প্রদত্ত জ্ঞানের মাধ্যমেই ফেরেশতাকুলের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করেন। উপস্থিত ফেরেশতাকুল জ্ঞানরাজ্যে আদম (আ)-এর অভূতপূর্ব সাফল্য লক্ষ্য করে তাকে শিক্ষক হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য হন এবং আল্লাহর হুকুমে তাঁর নিকট চরম সম্মান প্রদর্শন করেন। একমাত্র শিক্ষার কারণেই আদম (আ) সকলের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র হিসেবে বিবেচিত হন। তার ফলশ্রুতিতে আজ মানুষই সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে পরিগণিত ও স্বীকৃত। শিক্ষা মূল্যায়নের মানদণ্ড, টিকে থাকা না থাকার মাপকাঠি।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেই আরব জাহানের কথা চিন্তা করলে মানুষ আঁতকে ওঠে। ইমলাম তমসাচ্ছন্ন আরবকে সভ্য দুনিয়ার কাছে তুলে ধরে এবং আরববাসী সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক উন্নতির অনেক উদাহরণ সভ্য দুনিয়ার সামনে উপস্থিত করেন। আর তা সম্ভব হয়েছিল একমাত্র তদানীন্তনকালের প্রচলিত শিক্ষা, যে শিক্ষা একমাত্র অলঙ্ঘনীয় শিক্ষা, আদর্শ শিক্ষা ও নির্ভুল শিক্ষা মাধ্যম। তখনই মানুষ সর্বোত্তম মানুষে পরিণত হয়। এই প্রসঙ্গে কবি গোলাম মোস্তফা তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'বিশ্বনবী'তে উল্লেখ করেছেন '... যুগ-যুগান্তর ধরিয়া যে মহাসত্যের জন্য ধরণী প্রতীক্ষা করিয়া আসিতেছিল, যে বাণী প্রেরণ

www.amarboi.org

করিবেন বলিয়া আল্লাহ বহুযুগ পূর্ব হইতেই প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিতেছিলেন, সেই বাণী আজ অবতীর্ণ হইল। যে বাণীর আরম্ভই হইল : পাঠ কর অর্থাৎ জ্ঞান লাভ কর। সমগ্র কুরআনের সর্বপ্রথম বিষয়বস্তুই হইল জ্ঞান। (গোলাম মোস্তফা : ২০০:৭৯) বাংলাদেশের অন্যতম দার্শনিক শিক্ষাবিদ প্রফেসর সাইদুর রহমান তাঁর 'An Introduction to Islamic Culture and Philosophy' গ্রন্থে ইসলাম ধর্মে শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেয়ার দৃষ্টান্ত দেখাতে গিয়ে বলেছেন, 'Though himself unlettered (ummi) Muhammad (SM) was the first to realise the necessity of literacy.'

অধ্যাপক রেমন্টের মতে, 'Education means the process of development in which consists the passage of the human body from infancy to maturity, the process whereby he gradually adapts himself in various ways to the physical, social and spiritual environment' (Raymont : 1963:17) শিক্ষা সম্পর্কে ঋকবেদে বলা হয়েছে যে, শিক্ষা মানুষকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে এবং আত্ম-অভ্যাস ব্রতে উদ্বুদ্ধ করে। উপনিষদে বলা হয়েছে যে, শিক্ষা হলো এমনই একটি প্রক্রিয়া যার চূড়ান্ত অর্থ 'মানুষের মুক্তি'। চীনা দার্শনিক কনফুসিয়াসের শিক্ষাতত্ত্বের মূল কথা হলো শিক্ষা নানাগুণে গুণান্বিত উন্নত চরিত্রের 'ভদ্রলোক' তৈরি করবে, 'যে' হীনতা জয় করে সত্য অনুসন্ধানে নিয়োজিত থাকবে। (খাতুন : ১৯৯৯ : ১৪) সক্রেটিস ও প্লেটোর শিক্ষাদর্শনেও ব্যক্তি স্বাধীনতার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সুস্থ দেহে সুস্থ মন তৈরি করার নামই শিক্ষা (Education is the creation of sound mind in a sound body) –অ্যারিস্টটল। শিক্ষা হচ্ছে সঠিক মুহূর্তে আনন্দ ও বেদনা অনুভব করতে পারার ক্ষমতা বা শক্তি (Education is the capacity to feel).

জাতিসংঘও শিক্ষার ধারণায় মানুষের জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছে। শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক জাতিসংঘের সংস্থা ইউনেস্কো শিক্ষাকে মানুষের সর্বজনীন গুণাবলির বিকাশ ও মানব উন্নয়নের উপায় হিসেবে গণ্য করে বলেছে, 'Education is the means for bringing about desired changes in behaviours, values and life style,

www.amarboi.org

and for promoting public support for the continuing and fundamental changes that will be required if humanity is to alter its course... Education, in short is humanity's best hope and most effective means to the quest to achieve sustainable human development' (উদ্ধৃতি : লতিফ : ২০০৫:৮-৯) সাথে সাথে ইউনেস্কো জীবনযাপনের সকল কর্মকাণ্ডের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান দক্ষতা ও উপলব্ধি অর্জনের নির্দেশনা হিসেবেও শিক্ষাকে গণ্য করেছে। এ প্রেক্ষিতে ইউনেস্কোর ভাষ্য হচ্ছে, 'Education is Organized and sustained instruction designed to communicate a combination of Knowledge, skills and understanding valuable for all the activities of life.' (UNESCO: 2002)

জোহান হেনরিকের মতে 'শিক্ষা হচ্ছে মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহের স্বাভাবিক, সুষম ও প্রগতিশীল বিকাশ।' (Education is natural, Harmonious and progressive development of man's innate power)- পেস্তালৎসি। জন ফেডারিক হারবার্ট বলেন, 'শিক্ষা হচ্ছে মানুষের নৈতিক চরিত্রের বিকাশ সাধন' (Education is the development of moral character) পার্সি নানের ভাষায় : 'শিক্ষা বলতে শিশুর ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশকে বোঝায় যার সাহায্যে সে নিজের সর্বোত্তম ক্ষমতা অনুযায়ী মানুষের কল্যাণে স্বকীয় অবদান রাখতে পারে।' (Education is the complete development of the individuality of child, so that he can make original contribution to human life according to the best of capacity).

জ্ঞানার্জনমূলক লক্ষ্য

শিক্ষা হচ্ছে মানসিক গুণাবলির অনুশীলন মাত্র। কেউবা মনে করেন, বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের অর্থ শিক্ষা। কিন্তু যারা সমাজের সাধারণ লোক তারা শিক্ষা বলতে বিদ্যার্জনকেই বুঝে থাকেন। অর্থাৎ পুঁথিগত বিদ্যাকে শিক্ষা বলে মনে করে থাকেন। শিক্ষাকে যেভাবেই সংজ্ঞায়িত করেন না

www.amarboi.org

কেন, কোনটাকেই যেমন একেবারে বাদ দেয়া যায় না বা উড়িয়ে দেয়া যায় না, তেমনি আবার সেগুলোকে শিক্ষার পরিপূর্ণ সংজ্ঞা বলে গ্রহণও করা যায় না; যেমন অ, আ, বা, তা, সা এগুলোকে আপাতদৃষ্টিতে শিক্ষা বলে ধারণা করা হয় বটে, কিন্তু তাই বলে তাকে সত্যিকারের শিক্ষা বলা যায় না। বরং সেগুলো শিক্ষার উপকরণ মাত্র। আবার কোন কোন জিনিসের নাম বা তার গুণাবলি জানাও পূর্ণ শিক্ষা নয়। কারণ তাকে ঠিকমত কাজে প্রয়োগ করার কৌশল জানা, তাকে প্রকাশ করা ও ভবিষ্যতে বাস্তবক্ষেত্রে তার প্রয়োগের সাফল্য ও নিশ্চয়তা দান করার নামই শিক্ষা। যেমন সেদিনের দিগম্বর যাযাবর বন্য মানুষ আজ পোশাকে-পরিচ্ছদে আর বিভিন্ন সাজ-সজ্জার মাধ্যমে হয়ে ওঠে স্বর্গীয় সুন্দর নর-নারী। সেদিনের গুহাবাসী আজ যার আলোকে চন্দ্রাভিযান, আর গ্রহ থেকে গ্রহতে ছোটাছুটি করছে, যার মাধ্যমে সেদিন যারা পাথরে পাথরে আঘাত করে আগুন জ্বালাত, আজ তারা এগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে চাকচিক্যময় দালান-কোঠার উপাদান হিসেবে ব্যবহার করছে। আজ সেসব উপাদান দ্বারা নিজেদের ইচ্ছামত আরাম-আয়েশের সাথে বসবাসের জন্য মনোরম দালানকোঠা আর আকাশচুম্বী অট্টালিকা বানাচ্ছে।

সেদিন তারা চন্দ্র, সূর্যকে শক্তির আধার হিসেবে ঠুকেছে কুর্নিশ, তাকে আজ জয় করে করেছে পদানত দাসানুদাস। যাযাবররা কিভাবে গুহা ছেড়ে পরিপাটি অট্টালিকায় বসবাসে অভ্যস্ত হলো? এসব কিভাবে কী করে সম্ভব হলো? একদিন গাছের ছালই যাদের আভরণ আর পরিধেয় ছিল, গাছের ডালই ছিল যাদের আত্মরক্ষার ঢাল আর প্রতিরক্ষার একমাত্র অস্ত্র, আজ কী করে তা তাদের মিসাইল আর কামান বিধ্বংসী অস্ত্রে পরিণত হলো? কিভাবে স্তরে স্তরে আর ধাপে ধাপে কাকে আশ্রয় করে বৃহত্তম সংস্কৃতি ও সভ্যতা গড়ে তুলল, তাই হলো শিক্ষা। তাই বলা যায়, শিক্ষা হলো জাতির বিবর্তনের মূল উৎস, সজাগ সমাজ গঠনের শক্তিশালী হাতিয়ার। আর সভ্যতা হলো সংস্কৃতির বাহন। একমাত্র শিক্ষাকে কেন্দ্র করেই মানুষ এ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে।

www.amarboi.org

সক্রেটিসের মতে 'Knowledge is power by which things are done.' এ জন্য অনেকেই জ্ঞানার্জনকে শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হিসেবে গণ্য করেছেন। সক্রেটিসের মতো বেকন ও কমেনিয়াসও জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে শিক্ষা লাভের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তাঁরা জীবনের বস্তুগত, সামাজিক, নৈতিক, আত্মিক ও অর্থনৈতিক সকল জ্ঞানকে অপরিহার্য (Sine qua non) বলে বিবেচনা করেছেন। জ্ঞানকে নিছক 'জ্ঞানের জন্য জ্ঞান' হিসেবে না দেখে 'প্রকৃত জ্ঞান' (True knowledge) রূপে দেখার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সে জন্যই সক্রেটিস বলেন, 'One who had true knowledge could not be other than virtuous' (Tengja: 1990-29) সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত ধারণাকে সাধারণত প্রকৃত জ্ঞান হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

নৈতিক চরিত্র গঠনই মূল লক্ষ্য

আজকের আধুনিক পৃথিবী এ কথাই প্রমাণ করছে যে মানুষের শান্তির জন্য প্রধান হুমকি অনুন্নয়ন ও দরিদ্রতাই নয় বরং অনৈতিকতাও একটি বড় সমস্যা। আর পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে গড়ে তোলার জন্যই প্রয়োজন Morality, Manner বা Ethics. আর সেই জিনিস মানুষের মধ্যে কেবলমাত্র জাগ্রত করতে পারে ইসলামী শিক্ষা। এ জন্যই মহাগ্রন্থ আল কুরআনের প্রথম নাজিলকৃত শব্দটিই ছিল 'ইক্‌রা'। পৃথিবীর সকল ধর্মই মানুষকে পড়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছে এতে কোন সন্দেহ নেই। রাসূল (সা) জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে বলেছেন, তোমরা দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন কর। নোবেল বিজয়ী লিও টলস্টয়কে বলা হয়েছিল, 'জাতীয় উন্নয়নের জন্য আপনি যুবসমাজের প্রতি কিছু বলুন। তিনি বলেছিলেন, আমার পরামর্শ তিনটি– পড়, পড় এবং পড়।'

প্রত্যেক মানুষই তিনটি সত্তার সমন্বয়- দেহ, মন ও আত্মা। এই তিনটি সত্তার সমন্বয়ে এক একজন মানুষের অস্তিত্ব। মানবশিশুর জন্মের পর থেকে ক্রমাগত এবং অব্যাহত পরিচর্যার মাধ্যমে তার দৈহিক বিকাশ ঘটে, নানা সামাজিক কার্যক্রমে তার মন বেড়ে ওঠে আর আত্মার শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ভর করে

www.amarboi.org

নৈতিকতার পরিগঠনের ওপর। এ জন্যই কবি মিল্টন বলেছেন : Education is the harmonious development of body, mind & soul. দেহ, মন ও আত্মার সুসামঞ্জস্য বিকাশই শিক্ষা। রবীন্দ্রনাথও মিল্টনের কথার প্রতিধ্বনি করেছেন, "মানুষের অভ্যন্তরের মানুষটিকে পরিচর্যা করে খাঁটি মানুষ বানানোর প্রচেষ্টাই শিক্ষা।" কোন জাতির সন্তানকে সে জাতির উপযোগী, যোগ্য, দক্ষ, সার্থক ও কল্যাণকামী সদস্য হিসেবে গড়ে তোলার নামই শিক্ষা।

মিসরীয় দার্শনিক Professor Muhammad Kutub তার The Concept of Islamic Education প্রবন্ধে বলেছেন, 'শিক্ষার ক্ষেত্রে ইসলামের কাজ হলো পরিপূর্ণ মানবসত্তাকে লালন করা, গড়ে তোলা এমন একটি লালন কর্মসূচি যা মানুষের দেহ, তার বুদ্ধিবৃত্তি এবং আত্মা, তার বস্তুগত ও আত্মিক জীবন এবং পার্থিব জীবনের প্রতিটি কার্যকলাপের একটিকেও পরিত্যাগ করে না, আর কোন একটির প্রতি অবহেলাও প্রদর্শন করে না।'

মানুষ বাইরে কিছু কিছু পরিবর্তনও ঘটাতে পারে, কিন্তু ভেতরের মানুষকে সুন্দরতম হিসেবে বিকশিত করতে পারে না। সারাটা দুনিয়া আজ পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থার অনুকরণ ও অনুসরণ করে জাতে ওঠার চেষ্টা করছে অথচ পশ্চিম তার গগনচুম্বী উন্নতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দূরতিক্রম্য অগ্রযাত্রা সত্ত্বেও মানবিকতার এক করুণ সঙ্কট (Crisis) মোকাবেলা করছে। শিক্ষাব্যবস্থার অন্তসারশূন্য আয়োজন সেখানে ডিগ্রির পাশাপাশি নৈতিকতাকে স্থান না দেয়ায় দামি দামি ডিগ্রির অভাব হচ্ছে না, ভৌতিক উন্নতি (Physical development) ঘাটতি হচ্ছে না, অর্থবিত্তের অভাব হচ্ছে না। অভাব হচ্ছে চিত্তের, মেধা ও মননের, মানবতাবোধ ও কল্যাণকামিতার, আস্থা ও নির্ভরতার। অথচ শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল এটা ছিল না। Education does not necessary mean mare acquisition of Degrees and Diplomas. It emphasizes he need for acquisition of knowledge to life a worthy life. শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র কিছু ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা অর্জন নয় বরং সম্মানজক জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন।'

www.amarboi.org

আমরা শিক্ষাব্যবস্থাকে ধর্ম ও নৈতিকতাবিহীন একটি কারখানায় পরিণত করেছি। ফলে আমরা স্কুল-কলেজে এ কথা লিখে রাখলেও প্রকৃতপক্ষে আমরা কোন বাস্তব ফল পাচ্ছি না। মূলত যেখানে ধর্ম উপেক্ষিত সেখানে সকল মহৎ চিন্তা, সৎকর্ম, কল্যাণকামিতা ও কল্যাণধারা অনুপস্থিত। ধর্মবোধ তথা স্রষ্টার প্রতি আনুগত্যই মানুষকে দায়িত্ববোধসম্পন্ন, কর্তব্যনিষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ, সৎকর্মশীল, জবাবদিহিতা ও বিনীয় হতে শেখায়। বিখ্যাত মনীষী Sir Stanely Hull-এর মতে, 'If you teach your children three R's : Reading, Writing and Arithmetic and leave the fourth 'R' : Religion, then you will get a fifth 'R' : Rascality.' অর্থাৎ 'যদি আপনি আপনার শিশুকে শুধু তিনটি 'R' (Reading, Writing, Arithmetic) তথা পঠন, লিখন ও গণিতই শেখান কিন্তু চতুর্থ 'R' (Religion) তথা ধর্ম না শেখান তাহলে এর মাধ্যমে আপনি একটি পঞ্চম 'R' (Rascality) তথা নিরেট অপদার্থই পাবেন।

এ ব্যাপারে বার্ট্রান্ড রাসেলের একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য। 'তথ্য ও তত্ত্বভিত্তিক জ্ঞান (Informative knowledge) যদি বৃদ্ধি পায়, কিন্তু নৈতিক মানভিত্তিক জ্ঞান ও প্রজ্ঞা (Wisdom) যদি সে অনুপাতে বৃদ্ধি না পায় তাহলে সে জ্ঞান শুধু দুঃখকে বাড়িয়ে দেয়।'

অনেক শিক্ষাবিদই মনে করেন শিক্ষার্থীর নৈতিক চরিত্র গঠনই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য চরিত্রবান শাসক ও বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের সুশিক্ষার কথা বলেছেন, যার মূল লক্ষ্য হলো চরিত্র গঠন। আধুনিককালের অনেক দার্শনিক চরিত্র গঠনে শিক্ষার ভূমিকার ওপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। চরিত্রের বিষয়টি মূল্যবোধযুক্ত প্রপঞ্চ হওয়ায় দেশে দেশে চরিত্র গঠনের আদর্শ সম্পর্কে নানা মত রয়েছে। অ্যারিস্টটল মানুষের আচরণের প্রধান দু'টি প্রবণতা চিহ্নিত করেছেন। একটি হলো 'প্রবৃত্তিতাড়িত ও বর্বরতা' এবং অন্যটি হলো 'বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানবতা'। তাঁর মতে শেষোক্তটি হলো নৈতিক চরিত্রের ভিত্তি এবং এর বিকাশ সাধন করা হচ্ছে শিক্ষার লক্ষ্য। জার্মান শিক্ষাবিদ জোহান ফ্রিডারিক হার্বার্টের (১৭৭৬-১৮৪১

www.amarboi.org

খ্রিষ্টাব্দ) মতে শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠন হচ্ছে শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। তিনি 'Aesthetic Presentation' শীর্ষক তাঁর গবেষণা কর্মে উল্লেখ করেছেন, 'The one and the whole work of education may be summed up in the concept-morality.' তাঁর মতে আদিম ও নীচু প্রকৃতি অবদমন এবং উন্নত মানসিকতার উৎকর্ষ সাধনই হচ্ছে নৈতিকতা। এভাবে বিভিন্ন চিন্তাবিদ চরিত্রের ধারণা প্রদান করেছেন। তবে এ ক্ষেত্রে সর্বজনস্বীকৃত কোন ধারণা অথবা সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়নি। সাধারণভাবে মানবআচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির কতকগুলো দিককে নৈতিক চরিত্রের অন্তর্গত করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে– (ক) জীবনে উচ্চ মূলবোধের উপলব্ধি ও চর্চা (Realization and practice of higher values in life), (খ) মনের প্রশিক্ষণ বা ইচ্ছাশক্তি (Training of mind or will-power), (গ) সুশৃঙ্খল সহজাত প্রবৃত্তি (discipline of instincts) এবং (ঘ) সহজাত প্রবৃত্তিমূলক আচরণকে নৈতিক আচরণে রূপান্তরিত করা (changing instinctive behaviour into moral behaviour)। পূর্বোক্ত শিক্ষাবিদগণ শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে এসব দিকের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন।

আত্মিক উন্নয়নে শিক্ষা

মহানবী (সা) বলেছেন, "মানুষের প্রতি আল্লাহর শ্রেষ্ঠ দান হলো উত্তম আখলাক।" যার চরিত্র ভাল, ব্যবহার সুন্দর সে সবার প্রিয়। নবী করীম (সা) আরও বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় যার চরিত্র বা আখলাক সর্বোৎকৃষ্ট।" আড়াই হাজার বছর আগে গ্রিক দার্শনিক প্লেটো, অ্যারিস্টটল তাদের দর্শন চিন্তায়ও সত্যিকারের সৎ ও নিষ্ঠাবান নাগরিক তৈরি করতে নৈতিকতার প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেছেন।

রাধাকৃষ্ণান শিক্ষার মাধ্যমে আত্মিক উন্নয়নের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, 'The aim of education is neither national efficiency nor world solidarity, but making the individual feel that he has within himself something deeper than intellect, call it spirit, if you like.' (Taneia : 1990:35) 'বস্তু' ও 'আত্মা'র

www.amarboi.org

মিথস্ক্রিয়া সম্পর্কে রাধাকৃষ্ণানের গবেষণা ও চিন্তাপ্রসূত সিদ্ধান্ত হলো এই যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে সর্বত্র বস্তুর প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।

বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তাতেও আত্মিক উন্নতির প্রসঙ্গটি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। তিনি শিক্ষা বলতে অন্তরের বিকাশকে বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে, 'অশেষ জ্ঞান ও অনন্ত শক্তির আকর ব্রহ্ম প্রত্যেক নর-নারীর অভ্যন্তরে সুপ্তের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন, সেই ব্রহ্মকে জাগরিত করাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য।' (বিবেকানন্দ : ১৯৮৫:১) অরবিন্দ 'জ্ঞান'কে সার্বিক বাস্তবতার অংশ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তাঁর মতে এই জ্ঞান 'আত্মিক' ও 'অশেষ'। জ্ঞান কখনই নতুন করে সৃষ্টি করা যায় না, তাকে কেবল আবিষ্কারই করা যায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি মন্তব্য করেছেন 'He is the expression of Divine in the individual form. This divinity has to be manifested through education.' (Purkait : 2001:72) সে জন্য শিক্ষায় আত্মিকতাবাদের গুরুত্ব উল্লেখ করে বলা হয়েছে, 'Material progress is a good things; social and political reforms are even more valuable, both to the race and the individual; their final worth lies in the aid they afford to spiritual life.' (Findlay : 1968:41)

মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ আল কুরআনে শিক্ষা গ্রহণকে অবশ্য কর্তব্য হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে S N O Zulfaqar Ali তাঁর "The Modern Teacher" গ্রন্থের শুরুতে উল্লেখ করেছেন, 'In the Quran education has been urged as a duty. It is to be noted that the holy book opens with the verse Ekra Bismee Rabbika llaji Khalaqa': Read in the name of the Lord and that the very title Quran which is derived from the word Kara'a means the thing reads.'(Ali : 1968:3)

ইসলামে শিক্ষাকে সবার ওপর স্থান দেয়া হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সা) মানবজীবনে শিক্ষার তাৎপর্যের ওপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর কয়েকটি উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এগুলো হলো :

ক) শৈশব হতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত জ্ঞান অন্বেষণ করো।

www.amarboi.org

খ) প্রতিটি মুসলমান নারী ও পুরুষের জন্য জ্ঞানান্বেষণ অবশ্য কর্তব্য।

গ) জ্ঞানান্বেষণকারীর সম্মুখে ফেরেস্তাগণও মস্তক অবনত করে।

ঘ) যেদিন আমি কোন নতুন জ্ঞান লাভ করতে পারি না, সে দিনটি আমার জীবনের অংশ নয়।

ভারতীয় বেদান্ত দর্শনের উনিশ শতকের তথা আধুনিককালের মুখপাত্র স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধে বলেছেন, "শিক্ষা মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ ছাড়া কিছু নয়।"

অন্তর্নিহিত সত্তা বলতে তিনি অধ্যাত্মভাবকে (Spirituality) বোঝাতে চেয়েছেন। বেগম রোকেয়া সমাজ উন্নয়নে পুরুষ ও নারী উভয়ের শিক্ষা লাভের ওপর সমান জোর দিয়েছেন। আল্লামা ইকবাল মানবসমাজে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। আর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারে তিনি শিক্ষাকে প্রধান বাহন হিসেবে গণ্য করেন। সাথে সাথে স্বদেশের উন্নয়নে তিনি দেশ মাতৃকার সহযোগী জ্ঞান-বিজ্ঞান বিকাশের ওপর জোর দেন।

এ মন্তব্যের মমার্থ হচ্ছে– আমাদের শিক্ষিত হতে হবে, অন্যথায় ধ্বংস অনিবার্য। কথাটি কিছুটা অতিরঞ্জিত শোনাতে পারে। বরং কথাটিকে যদি এভাবে বলা যায় যে, নিজেদের শিক্ষিত করে তুলতে না পারলে জীরদ্দশায় আমাদের অতল খাদে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতো ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে হবে।

আলবার্ট সিজার তার Teaching of Reference of or Life গ্রন্থে শিক্ষা সংক্রান্ত আলোচনা রাখতে গিয়ে বলেছেন, 'Three kinds of progress are significant. These are progress in knowledge and technology, progress in socialization of man and progress in spirituality. The last one is the most important'. তার ভাষায় 'আধ্যাত্মিকতার বিকাশই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।' তাহলে আমরা সামগ্রিকভাবে বলতে পারি যে, শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের আত্মার বিকাশ, আধ্যাত্মিকতার বিকাশ, মানসিক বিকাশ। শিক্ষা মানুষকে মনুষ্যত্ব দান করে, মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে, চরম সভ্যতায় উন্নীত করে, পরম আলোকে পৌঁছে দেয়।

www.amarboi.org

মানবজাতির আত্মরক্ষা, আত্মপ্রতিষ্ঠা, আত্মবিস্তার ও মানবতার বিকাশ সাধনের জন্যই বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যা ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরম লগ্নে সভ্যতা ও ভদ্রতার খোলসে উদভ্রান্ত মানবজাতি মানবিক গুণাগুণ থেকে বিচ্যুত হয়ে নির্লজ্জ যৌন ব্যভিচার, পরস্পর হানাহানি, শক্তিমত্ততা, বর্বরতা ও পাশবিক আচরণে লিপ্ত হয়ে বড়ই অসুস্থ, বিশৃঙ্খল ও অরাজক হয়ে উঠছে। ফলে মানবজাতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের নির্যাস গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে; জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঠিক মূল্যায়ন করতে অসমর্থ হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সা) এর ওপর আল্লাহ্ পাক ইসলামকে পূর্ণতা দান করেছেন। শিক্ষার পূর্ণতা লাভ ঘটেছে তাঁরই হাতে। তাই ইসলামী শিক্ষাই পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা এবং হযরত মুহাম্মদ (সা) শিক্ষা ও সভ্যতার উদ্যোক্তা। আল্লাহ মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক সম্বন্ধে এবং নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, ধর্মীয়, ফেকাহ প্রভৃতি জীবনের সর্বদিক সম্পর্কে প্রযুক্তিগত চাহিদা-সম্পৃক্ত একটি পরিপূর্ণ পরিকল্পনা এ শিক্ষায় বিধৃত রয়েছে। এখানে কেবল আরশ আর কবরের খবরই দেয়া হয়নি; মানুষের জীবনের সমুদয় কর্মকাণ্ডের সুনিব্যস্ত সঙ্গতিপূর্ণ জীবন বিধান দান করা হয়েছে।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, "প্রত্যেক মসজিদই আমাদের শিক্ষাগৃহ এবং প্রত্যেক খতিবই আমাদের শিক্ষক। আমরা যদি তাদের উপযুক্ত ব্যবহার করতে পারি, তবে আমাদের আর কিসের অভাব? রাসূলুল্লাহর সময় এরূপই ছিল।" আজকের জগতে বিদ্রোহী তারুণ্য কোন আদর্শের পরিচয় না পেয়ে হয়ে উঠেছে আগ্নেয়গিরির মত ধ্বংসকারী। পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতির প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে অন্যায়, ক্লেদ, হিংসা, বিদ্বেষ, স্বার্থপরতা, নীতিহীনতা, ব্যভিচার, কুটিলতা, হানাহানি, জুলুম নির্যাতন এবং কথা ও কাজের গরমিল সবুজ তারুণ্যকে দিশেহারা করে তুলেছে। এমতাবস্থায় বিদ্রোহী তরুণ সমাজের কাছে ইসলামের আদর্শের শিক্ষা তুলে ধরার তীব্র প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

সুশিক্ষা ছাড়া কোন জাতি উন্নতি সাধন করতে পারে না। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দ্রুত অগ্রগতি অর্জনের জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের যথাযোগ্য ব্যবহার অপরিহার্য। শিক্ষার অভাবে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। ফলে সৃজনী শক্তি

www.amarboi.org

শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে পড়ে। সকল বিষয়ে সঠিক জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনার উন্মেষ ঘটানোই প্রকৃত শিক্ষা। শিক্ষা মানুষের মনকে করে সুন্দর, উদার ও সহানুভূতিশীল। জ্ঞান আহরণ ও বিতরণে সচেতনতা সৃষ্টি শিক্ষার ভিত্তিকে মজবুত করে। শিক্ষা যদি জীবনে কাজে না লাগে, শিক্ষা যদি সমস্যার সমাধানে ফলপ্রসূ না হয়, শিক্ষা যদি জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে না পারে, তাহলে এ শিক্ষার কোন অর্থ নেই। অর্থবহ ও কল্যাণমুখী শিক্ষা ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায়, আত্মিক ও আধ্যাত্মিক নিগূঢ় তত্ত্ব ও তথ্যের সংযোগ ঘটায়, মানবিক ও জাগতিক প্রয়োজনের সমুদয় বিষয়গুলোর সঠিক ও সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেয়। নীতিবোধকে পরিস্ফুট এবং দৃঢ়তর করে তোলার পরিপূর্ণ শিক্ষা ইসলামী বিধিবিধানেই নিহিত। শিক্ষা মানুষের অপরিহার্য ন্যায্য অধিকার। প্রতিটি নর-নারীর জন্য এ অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান ইসলামেরই বলিষ্ঠ ঘোষণা : "প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর জন্যই শিক্ষা ফরজ।" প্রকৃতপক্ষে মানুষ তার হিতাহিত জ্ঞান নিয়ে জন্মায় না। শিক্ষাই মানুষকে ভাল-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-অসত্যের পার্থক্য ধরিয়ে দেয়। তাই শিক্ষার মৌলতত্ত্বের ওপরই নির্ভর করছে একটি জাতির উন্নতি ও অগ্রগতি। কিন্তু আমাদের সমাজকে বর্তমানে হত্যা, সন্ত্রাস, রাহাজানি, দুর্নীতি, অপরাজনীতি, অপসংস্কৃতির অক্টোপাস যখন ঘিরে ফেলেছে, যুবসমাজ যখন মাদক, ধূমপান, আর আকাশ সংস্কৃতির মরণ ছোবলে হাবুডুবু খাচ্ছে, ইভটিজিং নামক মরণব্যাধি যখন প্রতিনিয়ত কেড়ে নিচ্ছে মানুষের প্রাণ। আইনের সাথে যখন পালৰা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে অপরাধ ও অপরাধীরা। তখন এসকল অপরাধের হাত থেকে জাতিকে রৰা করতে পারে একমাত্র নৈতিক শিৰা। আজ পশ্চিমারা এটি উপলব্ধি করে প্রতিনিয়ত ইসলামের ছায়াতলে সমবেত হচ্ছে। সম্প্রতি জার্মানির চ্যান্সেলর এঙ্গেলা মার্কেল মন্তব্য করেছেন, 'জার্মানি উইল বিকাম অ্যা ইসলামী স্টেট।' ইসলামের আদর্শে আনুপ্রাণিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে 'টক অব দ্য ওয়ার্ল্ড' হয়েছেন সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি বেৰয়ারের শ্যালিকা বিশিষ্ট সাংবাদিক লরেন বুথ। তখন বর্তমান সরকার ৯৫% মুসলমানের দেশ, বাংলাদেশে সেক্যুলার তথা ধর্মবিমুখ নতুন প্রজন্ম গড়তে একটি শিৰাব্যবস্থা প্রণয়ন করে সমগ্র জাতিকে ভয়াবহতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তাই আসুন ত্যাগের চেতনায় ভাস্বর আমাদের মহান বিজয়কে অর্থবহ করে

www.amarboi.org

তুলতে, মেধা ও নৈতিকতার সম্বনয়ে একটি নতুন প্রজন্ম গঠনে প্রতিশ্রবতিবদ্ধ কাফেলার সাথে ঘোষণা করি "সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লৰ্যে সৎ দৰ ও দেশপ্রেমিক নাগরিক তৈরির অঙ্গীকারে আমিও একজন।"

www.amarboi.org

সেকুলার শিক্ষানীতির অন্তরালে ধর্মবিমুখ নতুন প্রজন্ম -ই মূল লক্ষ্য

শিৰা মানুষের মৌলিক অধিকারের মধ্যে অন্যতম। অন্যসব মৌলিক অধিকার পূরণের বিকল্প মাধ্যম ও পদ্ধতি থাকলেও শিৰার বিকল্প শিৰাই। কোন মানুষ যদি খাদ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে বড়জোর এই মানুষটি ক্ষুধার জ্বালায় কষ্ট পাবে। আহার পেলেই এটি নিবারণ হয়ে যাবে। কিন্তু কোন মানুষ যদি শিৰার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় অথবা প্রকৃত শিৰা গ্রহণ করতে না পারে তাহলে তার বিষয়টি কিন্তু তদরূপ নয়। তাকে আমরা বলি অশিৰিত। আর এই দুই বঞ্চিতের মধ্যে ব্যবধান আকাশ পাতালের চেয়েও বেশি। তাই শিক্ষা কেবলমাত্র মানুষের জন্যই প্রয়োজন। অন্য কোন প্রাণীর শিক্ষার দরকার নেই। এই জন্য অজ্ঞতার 'অ'-এর ব্যবহার অন্য কোন প্রাণীর সাথে কোনভাবেই সুশ্রী হয় না। যেমন গরু ও ছাগল কোন নিয়ম ভঙ্গ করলে আমরা তাদেরকে অ-গরু অথবা অ-ছাগল বলে আখ্যায়িত করি না। কিন্তু কোন মানুষ অন্যায় করলেই আমরা তাকে অমানুষ, অভদ্র, অকৃতজ্ঞ ইত্যাদি নামে সম্বোধন করে থাকি। কারণ শিৰা মানুষের জীবনের সাথে জড়িত অধিকার। জীবনকে যেমনি তুচ্ছ করা যায় না, শিৰাও তার ব্যতিক্রম নয়। আর শিৰার এই বিস্তৃত রূপকে সামনে রেখেই বলা হয় 'শিৰাই জাতির মেরুদণ্ড।' মেরুদণ্ড ছাড়া যেমনি কোন প্রাণী দাঁড়াতে পারে না, তেমনি প্রকৃত শিৰা ছাড়াও জাতি অচল। কিন্তু কেন আজও জাতি হিসেবে আমরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারলাম না এ প্রশ্নটি দেশের প্রতিটি নাগরিকের। যে জাতি স্বাধীনতার ৩৪ বছরেও ঐকমত্যের ভিত্তিতে তার পরিচয় নিয়ে দ্বিধান্বিত, এখনো নেই সম্মলিত কোন শিক্ষানীতি সেই জাতির মুক্তির পথ অনেক অমানিশার ঘোর অন্ধকারে আবর্তিত কি না তা আজ আমাদেরকে আবার ভেবে দেখতে হবে।

www.amarboi.org

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর এক রক্তৰয়ী ঐতিহাসিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা স্বাধীন তা লাভ করেছি। দেশের মানুষের প্রত্যাশা ছিল এমন একটি জাতীয় শিৰানীতি প্রণীত হবে যা ব্যক্তিবিশেষের চিন্তা, বিশ্বাস এবং দলীয় দৃষ্টিভক্তির উর্ধ্বে ওঠে এ দেশের মানুষের চিন্তা, বিশ্বাস, কৃষ্টি-সভ্যতা, ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং যুগ চাহিদার প্রতি লৰ্য রেখে তৈরি। যেহেতু শিৰানীতি একটি দেশের সুনাগরিক তৈরির দিকনির্দেশনা বিধায় এটা জাতির জন্য অতীব গুরৰত্বপূর্ণ বিষয়। দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের বিশ্বায়ন পরিস্থিতি মোকাবেলা করার মত নেতৃত্বদানকারী, যোগ্য কর্মমুখী, সুদৰ, সৎ, আদর্শবান ও প্রতিযোগী মনোভাবাপন্ন করে গড়ে তোলাই হবে এর মূল উদ্দেশ্য। আর জাতিকে কাঙ্ক্ষিত মানে উন্নীত করার জন্য শিৰানীতিতে সর্বাধিক গুরত্ব পাবে (ক) ধর্ম ও নৈতিক শিৰা (খ) কারিগরি শিৰা (গ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিৰা। কিন্তু আওয়ামী লীগ ব্যক্তিবিশেষের চিন্তা, বিশ্বাস এবং দলীয় দৃষ্টিভক্তির উর্ধ্বে উঠতে পারেনি সেদিন। ড. মুহাম্মদ কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে গঠন করা হয় বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন। আমাদের অধঃপতন মূলত ঐ দিন থেকেই এই শিৰাব্যবস্থার মাধ্যমেই শুরৰ হয়েছে। ব্রিটিশ কলোনিয়াল চেতনাকে সংরৰণ করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের তাঁবেদার নাগরিক তৈরি করাই ড. কুদরত-ই-খুদা শিৰা কমিশনের মূল লৰ্য ছিল। জাতি হিসেবে আমরা কাগজে কলমে ব্রিটিশ বেনিয়ার কবল থেকে মুক্তি পেলেও তাদের চিন্তার কবল থেকে রেহাই পাইনি। এটি আবার প্রমাণিত হয়েছে। ব্রিটিশদের আনন্দের বর্ণনা তাই আজো এভাবে- "We must at present do our best from a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern; a class of persons Indians in blood and colour, but in English in tastes, in options in morals and intellect." অর্থাৎ, যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে তারা শাসন করছিল তাদের সাথে শাসক ইংরেজদের মধ্যে দূতের কাজ করা এবং রক্তে ও গায়ের রঙে ভারতীয় হলেও মেজাজে, চিন্তাভাবনায়, নৈতিকতায় ও বুদ্ধিবৃত্তিতে ইংরেজ হয়ে যাবে–এমন একটি গোষ্ঠী সৃষ্টি করাই তাদের উদ্দেশ্য। যারা ধ্যানে চিন্তা-চেতনায় নাস্তিকতাকেই লালন করে থাকেন তাদের পক্ষে কি সার্বজনীন কোন নীতি প্রণয়ন করা সম্ভব? আর তাইতো ব্রিটিশদের কেনা গোলামরা এমন এক শিক্ষানীতি প্রণয়ন করল যা এদেশের

www.amarboi.org

মানুষের ঈমান-আকিদা, তাহজিব-তমুদ্দুনের সম্পূর্ণ বিপরীত। এভাবেই সময়ের ক্রমপরম্পরায় বিভিন্ন সময়ে আরো ৯টি শিক্ষা কমিশন/কমিটি/টাস্কফোর্স গঠিত হয়। সর্বশেষ বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত ৬ এপ্রিল জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর নেতৃত্বে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ২০০৯ গঠন করে।

উলেৰখ্য, বিগত কমিশনগুলোর তুলনায় এই কমিশনের সাফল্য হলো বর্তমান শিৰা কমিশনের চেয়ারম্যান কবীর চৌধুরী, শিৰা মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেনন এবং বর্তমান শিৰামন্ত্রী নূরৰল ইসলাম নাহিদ লর্ড মেকলের যোগ্য উত্তরসূরি। যারা বাংলাদেশে বসবাস করে বটে কিন্তু প্রতিনিধিত্ব করেন অন্য দেশের। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে নিরক্ষরমুক্ত জাতি গঠনের অঙ্গীকার বিবেচনায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গুরৰত্ব অপরিসীম। আর এ গুরৰত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন নূরৰল ইসলাম নাহিদ। শিক্ষামন্ত্রী নাহিদ কেবল ছাত্র ইউনিয়নের রাজনীতির সঙ্গেই সম্পৃক্ত ছিলেন না, আওয়ামী লীগে যোগ দেয়ার আগের দিন পর্যন্ত তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। সিলেট-৬ আসন থেকে 'নৌকা' প্রতীক নিয়ে তিনি এবার এমপি নির্বাচিত হন।

স্বাধীনতা লাভের দীর্ঘ ৩৯ বছরে আমরা কমিটির বিশাল বিশাল রিপোর্ট পেয়েছি। এ সকল কমিশন/কমিটির রিপোর্টে প্রদত্ত সুপারিশমালা পর্যালোচনা করে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, সামগ্রিকভাবে এসব কমিশন/কমিটি তাদের প্রতিবেদনে ব্রিটিশদের চাপিয়ে দেয়া শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীন বাংলাদেশী জাতির শিক্ষার ভিত্তি নির্ধারণ তথা পূর্ণাঙ্গ শিক্ষানীতি প্রণয়নের পরিবর্তে শিক্ষার কাঠামোগত বিন্যাস, গুণগত ও পরিমাণগত উন্নয়নের জন্য সুপারিশ প্রণয়নের ওপর তাদের পূর্ণ প্রচেষ্টা বিনিয়োগ করেছে। অধিকন্তু এসব কমিশন/কমিটির সুপারিশমালার অধিকাংশই এখন পর্যন্ত বাস্তবায়নের মুখ দেখেনি। আমরা ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি পেলেও আমাদের মনন ও মানসজগৎকে ঔপনিবেশিকতার যাঁতাকল ও নব্য সাম্রাজ্যবাদী/নব্য উপনিবেশবাদীদের কবল থেকে মুক্ত করতে পারিনি। অক্টোবর '০৯, শিক্ষানীতির খসড়া প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয় এবং তা নিয়ে সারা দেশে প্রতিবাদ বিক্ষোভের

www.amarboi.org

ঝড় ওঠে। অবশেষে গত ৩ অক্টোবর-২০১০, জাতীয় সংসদে শিক্ষানীতির চূড়ান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপনের পর সর্বসাধারণের জন্য সেটি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। কিন্তু এ শিক্ষানীতির চূড়ান্ত প্রতিবেদন নিয়ে দেখা দিয়েছে বিভ্রান্তি। পুরো বিষয়টি অন্ধকারে ছেড়ে দেয়ার মত। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর চূড়ান্ত প্রতিবেদনে পাঠ্যসূচি অধ্যায়ের নম্বর বণ্টন অধ্যায়টি রাখা হয়নি। ফলে খসড়া শিক্ষানীতির সাথে চূড়ান্ত শিক্ষানীতির সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য কেউ খুঁজে বের করতে পারছেন না। এ শিক্ষানীতির এমন অনেক বিষয় যা অসঙ্গতিপূর্ণ ও পরস্পরবিরোধী। তা ছাড়া এ শিক্ষানীতি গতানুগতিক ও নৈতিক দিক থেকে প্রশ্নবিদ্ধ। ধর্মের দিকটা এখানে উপেৰিত কেন? আজ এই প্রশ্নটি খুব বড় করে দেখা দিয়েছে। এই শিৰা নীতি কি আদৌ আমাদের প্রয়োজনে করা হয়েছে?

'জাতীয় শিৰানীতি' হতে হয় 'জাতীয় চেতনাভিত্তিক। কিন্তু আজ পর্যন্ত বর্তমান সরকারও সরকারি দল এ দেশের 'রাষ্ট্রীয় জাতীয় পরিচয়' (Nation hood) নির্ণয় করতে পারেনি। শিৰানীতি বা এডুকেশন পলিসি' (Education Policy) দলভেদে জাতিভেদে, ধর্মভেদে, রাষ্ট্রভেদে ও সরকারি নীতি এবং দৃষ্টিভক্তি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের শিৰানীতি এবং ওই সময়ের যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের 'শিৰানীতি' এক ছিল না। বর্তমান কিউবা ও কানাডার শিৰানীতিও এক নয়। এক নয়, পাশাপাশি অবস্থিত সমাজতান্ত্রিক চীন এবং গণতান্ত্রিক ভারতের শিৰানীতিও। একই গণতান্ত্রিক ও পাশাপাশি অবস্থিত দু'টি দেশ; ভারত এবং পাকিস্তানের শিৰানীতিও এক নয়। কারণ ভারত হিন্দুপ্রধান দেশ আর পাকিস্তান মুসলিমপ্রধান দেশ। তাই তাদের শিৰানীতিও আলাদা। বাংলাদেশও একটি 'মুসলিম প্রধান দেশ হওয়ায় তারও শিৰানীতি ভারত বা চীনের মতো হতে পারে না। প্রত্যেক রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় জাতির (Nation) নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ীই 'শিৰানীতি' প্রণীত হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় জাতির বৈশিষ্ট্য কী; তা 'শিৰানীতি'র তাই কোনো 'দার্শনিক ভিত্তি' নেই। জাতীয় (National) চরিত্র নেই।

সরকার যে কমিটি গঠন করে, সে কমিটির সবাই একমত এক পথের চিন্তাবিদ-শিৰাবিদ কাজেই তাদের প্রণীত শিৰনীতি যে জাতীয় না হয়ে

www.amarboi.org

দলীয়ই হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এ জন্যই শিৰামন্ত্রী মহোদয় মন্ত্রিসভায় বর্তমানে লিপিবদ্ধ শিৰানীতি অনুমোদনের পর আত্মতৃপ্তি প্রকাশ করে বলেছেন, ১৫ বছর আগে তিনি তার দলের শিৰাবিষয়ক কর্মকর্তার দায়িত্ব নিয়ে যা করতে চেয়েছিলেন তা করতে পেরে আনন্দিত। শিৰানীতিটি জাতীয় চেতনার বা সব দলে সব মতের আলোচকদের আলোচনা ও চিন্তাভাবনার ফসল নয়, এক ব্যক্তি ও এক দলে (বা বর্তমান মহাজোট সরকারে) বহু দিনের আকাঙ্ক্ষার ফসল, তা স্বীকার না করে উপায় নেই। (জাতীয় শিৰানীতির পর্যালোচনা, ডক্টর এস এম লুৎফুর রহমান)

এই শিক্ষানীতিতে পবিত্র সংবিধান, জাতিসত্তা, জাতীয় বিশ্বাস-মূল্যবোধ-ঐতিহ্য-চেতনার পুরোপুরি প্রতিফলন হয়নি। যেমন ধর্মনিরপেৰতাবাদের পরিবর্তে অসাম্প্রদায়িকতা, সহজীবন যাপনের মানসিকতা, সমমৌলিক চিন্তা-চেতনা গড়ে তোলা, উপজাতিদের আদিবাসী বলা, প্রাথমিক স্তর, মাধ্যমিক স্তর এবং উচ্চতর স্তরে কাঠামো ভেঙে দিয়ে হ-য-ব-র-ল করা, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক সকল ধারায় এক ও অভিন্ন শিৰাক্রম-পাঠ্যক্রম-পাঠ্যপুস্তক, প্রশ্নপত্র পরীৰা-মূল্যায়ন-ব্যবস্থা, শিৰকদের বদলি নীতি, ক্যাডেট ও বিশেষায়িত শিৰাপ্রতিষ্ঠানে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা, অন্যান্য ৰেত্রে চরম বৈষম্যনীতি, ইংলিশ মিডিয়াম ও এনজিও শিৰার্থীদের অনিয়নিন্ত্রত রাখা, মাদরাসা শিৰার মৌলিক বিষয় কমিয়ে এনে স্কুলে পরিণত করার কৌশল গ্রহণ, কওমি মাদরাসার প্রতি ঔদাসীন্য, উচ্চাশিৰার ব্যাপক বৈষম্য ও সংকোচন নীতি এবং ব্যাপক গবেষণার পথ উন্মুক্ত না রাখা, প্রকৌশল চিকিৎসাসেবা ও স্বাস্থ্যশিৰা এবং বিজ্ঞান শিৰার সংকোচন, তথ্যপ্রযুক্তির নামে আকাশ সংস্কৃতির নিয়ন্ত্রণহীনতা, নারীদের যথাযথ মূল্যায়ন না করা, প্রজনন স্বাস্থ্যশিৰার নামে সংবেদনশীল বিষয় চালুকরণ, কারৰকলার নামে নৃত্য-অঙ্গবিৰেপ যাত্রা সিনেমা ব্রতচারী শিৰা চালুকরণ, প্রতিরৰা ও সামরিক শিৰার ব্যাপারে কোন বক্তব্য না দেয়া এবং সুবিধাবঞ্চিত শিশু ও জনগোষ্ঠীর শিৰার ব্যাপারে ঔদাসীন্য, শিৰাঙ্গনে ছাত্র-শিৰকদের দলীয় রাজনীতি সম্পর্কে কোন কিছু না বলা, শিৰকদের সর্বোচ্চ স্বতন্ত্র বেতন স্কেল প্রদানের ব্যাপারে কোন কিছু না বলা এবং স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় হতে কিছু বিষয়ের বিলুপ্তি ও সংশিৰষ্ট বিষয়সহ স্তরবিন্যাসের ফলে শিৰকদের চাকরি হারানোর আশঙ্কাসহ আরো অনেক ব্যাপারে এ শিৰানীতিতে অপূর্ণাঙ্গতার ছাপ রয়েছে।

www.amarboi.org

শিৰানীতি ২০১০-এর একটি বড় ত্রবটি হচ্ছে, এটা একটি দলীয় আদর্শের শিৰানীতিতে পরিণত হয়েছে। যদিও এটাকে কোনো দলীয় শিৰানীতি নয় বলে দাবি করা হয়েছে। উপরন্তু দলমত-ধর্ম নির্বিশেষে জাতির বিভিন্ন শিৰাবিদ, শিৰক, শিৰার্থী, অভিভাবক, রাজনীতিক, আলেম, উলামা, বিভিন্ন ধর্মের ধর্মীয় পণ্ডিত, ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী, পেশাজীবীসহ সমাজের সকল স্তরের মতামত, পরামর্শ, সুপারিশ, বিবেচনা করা হয়েছে বলে দাবি করা হলেও এ বিষয়ে কোন পরিসংখ্যানগত তথ্য দেয়া হয়নি। অধিকন্তু শিৰানীতি প্রণয়ন কমিটিতে যে সকল ব্যক্তির নাম উলেৰখ আছে তাঁরা জাতির সর্বস্তরের গণমানুষের প্রতিনিধিত্ব করেন বলে মনে হয় না। এই শিক্ষানীতি গোটা জাতিকে ফেলে উদ্বিগ্নতার মহাসাগরে। (বা,আ,শি,প)

আমাদের প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী মনে করেছেন কিছু চমৎকপ্রদ শব্দের ফুলঝুরি দিয়ে দেশের বোকা মানুষকে ধোঁকা দিয়ে সেকুলার শব্দ বাদ দিয়ে তরী পার করে ফেলবেন। কিন্তু এত সহজ নয়। আমাদের দেশের রাজনীতিবিদরা অনেকেই দেশের জনগণকে বোকা মনে করেন। কিন্তু এটা যে সবচেয়ে বড় বোকামি এটাই তারা বুঝেন না। সচেতনতার বিচারে এ দেশের মানুষ এ উপমহাদেশের এখনো শীর্ষে রয়েছেন। সরকার শিক্ষানীতিতে সেকুলার শব্দ বাদ দিয়ে দেশের জনগণকে ধোঁকা দিয়েছে আর শিক্ষানীতি সংশোধনের কথা বলে উলামা-মাশায়েখদের ডাকা হরতাল প্রত্যাহার করে এখন আরেক প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে। এটাও এক ধরনের ধোঁকাবাজি। অবশ্য এই শিক্ষানীতি এ রকম ধোঁকাবাজ, প্রতারক, আর জাতীয় রাজিকর-ই তৈরি করবে। কিন্তু আওয়ামী লীগের মনে রাখা দরকার এ দেশের উলামা-মাশায়েখ আর তৌহিদি জনতার সাথে বেঈমানী করে কেউই ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারেনি। এ দেশের উলামা-মাশায়েখরাই সমাজের মানুষের নেতা। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এবং অন্তত সপ্তাহে একবার আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ কোন মাইকিং আর পোস্টারিং ছাড়াই তাদের নেতৃত্বে একসাথ হয়ে নামাজ আদায় করেন। সুতরাং সেই আলেম-উলামাদের সরকার উপেক্ষা করে একটি সেকুলার রাষ্ট্র বানানোর স্বপ্ন অনেকটা দুঃস্বপ্নেই পরিণত হবে। শুধু তাই নয়, এটি আওয়ামী লীগের জন্য হিতে বিপরীতও হতে পারে। কারণ বাংলাদেশের মানুষ এখন এ কথা খুব ভালোভাবেই জানে ধর্মনিরপেৰতাবাদ একটি ধর্মবিমুখ রাজনৈতিক

www.amarboi.org

দর্শন। দেশের মানুষ রাতে আজানের আওয়াজ শুনে ঘুমাতে যায় আর মুয়াজ্জিনের ফজরের আজানের ধ্বনিতে ঘুম ভাঙে সেই জাতিকে এত সহজেই কি ধর্মবিমুখ বানানো সম্ভব? ধর্মনিরপেৰতাবাদের উৎপত্তির সংঘাত তো ইসলাম অথবা মুসলমান কারো সাথেই নয়। অথচ ধর্মনিরপেৰতাবাদের সবচেয়ে বড় আঘাতের লৰ্য ইসলাম ও মুসলমানরা।

'র‍্যানডম হাউজ অব দ্য ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ'-এ Secular বা ধর্মনিরপেৰতার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "যা ধর্ম সম্পর্কিত নয় (Not perlaining toor connceted with religious order)। আর ধর্মনিরপেৰতার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে এটি একটি রাজনৈতিক বা সামাজিক দর্শন যা সকল ধর্মবিশ্বাসকে নাকচ করে দেয় (Rejects all forms of religious faith)| Encyclopedia of Britanica-র সংজ্ঞা ও অনুরূপ। অর্থাৎ যারা কোনো ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত নন, কোনো ধর্মের অনুসারী নন, কোনো ধর্মে বিশ্বাসী নন এবং আধ্যাত্মিকতা ও পবিত্রতার বিরোধী তাদেরকেই বলা হয় ধর্মনিরপেৰ। চেম্বারস ডিকশনারির মতে, "Education should be independent of religion" অর্থাৎ ধর্মনিরপেৰতাবাদ হচ্ছে এমন এক বিশ্বাস যার রাষ্ট্রনৈতিক শিৰা ইত্যাদি ধর্মমুক্ত থাকবে।

চার্চ ও রাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মাধ্যমে ইউরোপে প্রথম Secular রাষ্ট্র দর্শনের প্রসার ঘটে। কয়েক শতাব্দীব্যাপী বিভিন্ন দার্শনিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় কার্যকলাপের ফলশ্রুতিতে ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝিতে ধর্মনিরপেৰতাবাদ পূর্ণতা লাভ করে। এর বিকাশে সহায়তা করছে ইউরোপীয় রেনেসাঁ, শিল্প বিপৱব, জাতীয়তাবাদের আবির্ভাব, ফরাসি বিপৱব এবং বিভিন্ন দার্শনিকের (যেমন- ম্যাকিয়াভেলি, থমাস, হবস, জর্জ জের, মার্ক্স এঙ্গেলস, ভলটেয়ার প্রমুখ) নাস্তিক্য, বস্তুবাদী, সমাজতান্ত্রিক ইত্যাদি চিন্তাধারা।

Oxford Dictionary-তে Secularism means the doctrine that morality should by besed sotely of regard to the wellbeing of mankind in the present life be exclusion of all consideration draw from belief in good or in future state.

www.amarboi.org

অর্থাৎ ধর্মনিরপেৰতা এমন এক মতবাদ যা মনে করে আলৱাহ্ বিশ্বাস, পরকাল বিশ্বাস বিবেচনা থেকে মুক্ত থেকে মানবজাতির বর্তমান কল্যাণ চিন্তার ওপর ভিত্তি করে নৈতিকতা গড়ে উঠবে।

প্রাচ্যবিদ ড. স্মিথের মতে "The secular state is a state which guarantees of religion, deals with individuals as citizen irrest active of his religion is not constitutionally corrected to a particular religion nor does it seek either to promote or intyer fere with religion"

অর্থাৎ ধর্মনিরপেৰ রাষ্ট্র বলতে বোঝায় এমন এক রাষ্ট্র যা ধর্মীয় স্বাধীনতা দান করে ব্যক্তিকে ধর্ম নির্বিশেষে নাগরিক হিসেবে বিবেচনা করে এবং শাসনআন্ত্রিকভাবে রাষ্ট্রে কোনো ধর্মের সাথে সংযুক্ত থাকে না- ধর্মের উন্নতিও চায় না, হস্তৰেপও করে না। বস্তুত Secularism বলতে বোঝায় এমন মতবাদ, যা পারলৌকিক ধ্যান-ধারণা ও ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীনভাবে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার কথা বলে। রাষ্ট্রের নীতি ও পরিচালনায় কোনোভাবেই ধর্মকে বিবেচনা করে না মুসলিম বিশ্বে ধর্মনিরপেৰতা মানে ইসলামমুক্ত শাসন। ইসলামকে ব্যক্তির জীবনে সীমাবদ্ধ রেখে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করা। ইসলাম থেকে রাষ্ট্র ও রাজনীতি সম্পূর্ণভাবে পৃথক করা।

মধ্যযুগ থেকে ইউরোপের আধুনিক যুগে উত্তরণকাল সেকুলার শব্দের অর্থ একটু একটু করে সম্প্রসারিত হতে থাকে। সাহিত্য, শিল্প ইতিহাস, সঙ্গীত প্রভৃতি প্রসঙ্গে প্রয়োগ করা হলে সেকুলার অর্থ গিয়ে দাঁড়ায় ধর্মের সেবায় নিযুক্ত নয় ও ধর্ম বিষয়ে প্রাসঙ্গিক নয়- এমন। ঠিক যেমন সেকুলার শিৰা মানে ধর্ম শিৰা নয়- এমন শিৰা।

সেকুলারিজম আদর্শ ইসলামের তৌহিদের কিংবা অন্যান্য ধর্মের মৌল চিন্তা-ভাবনার সম্পূর্ণ বিপরীত। এ প্রেৰিতেই সেকুলারিজমে মানুষের জ্ঞানকেও ধর্মীয় অনুশাসনমুক্ত করার কথা বলা হয়। শেষ পর্যন্ত সেকুলারিজমের লৰ্য হলো ধর্ম বা প্রত্যাদিষ্ট জ্ঞান থেকে বুদ্ধি ও বিবেকের মুক্তি এবং ব্যক্তির স্বাধীনতা। এখানে একজন পাশ্চাত্যের পণ্ডিতের দেয়া সেকুলারিজমের সংজ্ঞার উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

www.amarboi.org

The deliverance of man first from religious and then from metaphysical control over his reason and his language.. The loosing of itself, the dispelling of all closed world views, the breaking of all troy, the discovery by man that he has been lift with the world on what be does with it..., (It is) man turning his at attention away from worlds beyond and toward this world and this time (The secular City Harvey Cox)

সেকুলিরিজম মানে ধর্মনিরপেৰতা নয় একটি ধর্মহীনতা। কেউ কেউ এতদূর না গেলেও এটি মানে যে সেকুলারিজমে নাস্তিক্যের বীজ লুকিয়ে আছে। আর এটাতো সত্য রেনেসাঁর ভেতর দিয়ে ইউরোপীয় মানবতন্ত্রী দর্শনের বিকাশ ঘটেছে তা কিন্তু সেকুলারিজমের পথ ধরে কে একে নাস্তিক্যের কেন্দ্র এসে ঠেকেছে, যা আসলে ঈশ্বর ও ধর্মচিন্তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

ইউরোপে সেকুলারিজম বিকশিত হয়েছিল তা মুসলিম দুনিয়ায় অনুপ্রবিষ্ট সেকুলারিজমের চেহারা থেকে মৌলিকভাবে পৃথক। আগেই বলেছি সেখানকার সেকুলারিজমের একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত আছে এবং বিশেষ সামাজিক প্রয়োজনে সেই সেকুলারিজমের উদ্ভব হয়েছিল। ইউরোপের নিপীড়ক চার্চাকে রাষ্ট্র থেকে মুক্ত করার জন্য সেদিন সেকুলারিজমের দরকার ছিল। অন্যদিকে মুসলিম দুনিয়ায় এ চিন্তা-চেতনা ঔপনিবেশিক পাশ্চাত্যের আগ্রাসনবাদী সংস্কৃতি কর্তৃক এক আরোপিত ধারণা। মুসলিম দুনিয়ার ৰেত্রে তা তেমন কোন কাজে লাগেনি বা লাগসই উন্নয়নের মডেল হিসেবেও ব্যবহার করা যায়নি, এমনকি এখানকার সাধারণ মানুষের জীবনেও সেকুলারিজম প্রাসঙ্গিক ধারণা নয়। অনেক ৰেত্রেই মুসলিম দুনিয়ায় সেকুলারিজম পাশ্চাত্য প্রভাবিত মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীও এলিট শ্রেণীর সুযোগ সুবিধা হাতিয়ে নেয়ার বাহন হিসেবে কাজ করেছে। ইউরোপ খ্রিষ্ট ধর্মের চার্চের তুল্য কোন প্রতিষ্ঠান ইসলামের ইতিহাসে নজিরবিহীন ঘটনা। মুসলিম দুনিয়ায় চার্চের তুল্য কোন প্রতিষ্ঠানও নপীড়কের ভূমিকায় কখানোই অবতীর্ণ হয়নি। চার্চ কর্তৃপৰ যেমন করে সেদিনকার ইউরোপে সব রকমের বৈজ্ঞানিক অনুশীলন ও ক্রিয়াকাণ্ডকে নিষিদ্ধ করেছিল এর

www.amarboi.org

তুলনীয় ঘটনাও ইসলামে নেই। উল্টো ইসলামে ধর্মীয় নেতৃত্ব যারা দিয়েছেন সেই আলেম-উলামা, মুফতি মুদাররেসরা মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন সময় অত্যাচারী রাজা-বাদশাহদের বিরুদ্ধে খুতবা দিয়েছেন এরকম নজির ইসলামের ইতিহাসের ভূরি ভূরি। বাংলাদেশেও অসাম্প্রদায়িক চেতনার ১০০% লালন আলেম- উলামারাই করে থাকেন। এটাই ইসলামের শিক্ষা। অন্যদিকে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় আলেমরা তো মুসলিম বিজ্ঞানীদের সাথে হাতে হাত ধরে কাজ করেছেন। সুতরাং ইউরোপে সেকুলারিজম বিকাশের প্রেক্ষাপট দিয়ে মুসলিম দুনিয়া সেকুলারিজমের আগমন ও প্রয়োজনকে বিশ্লেষণ করা অনর্থক। এই বড়ি বাংলাদেশের মানুষ গিলবে না। কারণ এ জমিনের সাথে ইসলামের নাড়ির সম্পর্ক। এটি উপড়ানোর চেষ্টা করলে অনেকে নিজেই উপড়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে।

পাশ্চাত্যের সেকুলারিজম ছিল এক ধরনের ধর্মের বিকল্প এবং ধার্মিক হওয়ার হয়তো বিকল্প রাস্তা। কিন্তু মুসলিম বিশ্বের সেকুলারিজম সাধারণ মানুষে ধর্ম ও ধার্মিকতার ওপর কঠোর আক্রমণ চালিয়েছে মাত্র। সঙ্গত কারণে সাধারণ মানুষ তাই সেকুলারিজমকে তাদের প্রতিপক্ষ হিসেবে মনে করছে। বাংলাদেশে বর্তমান পরিস্থিতি তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

দ্য ওয়ার্ল্ড বুক অব এনসাইক্লোপেডিয়াতে বলা হয়েছে, This approach became Known as secularism because it is separated politics from religion. অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ধর্ম থেকে আলাদা একটি রাজনীতির নাম। পরিভাষাটি অর্থেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এনসাইক্লোপেডিয়া অব রিলিজিয়ন অব ইথিকস সেকুলারিজম এ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে যে, Secularism may be described as a movement intentionally ethical negatively religious with political and philosophical antecedent. অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ রাজনীতি ও অবরোহী দর্শনের ভিত্তিতে ধর্মের বিপরীত উদ্দেশ্য প্রণোদিত এক আন্দোলনের নাম।

জাতীয় শিক্ষানীতি জনগণকে বিশেষ করে মুসলমানদের ইসলাম চর্চা থেকে সরিয়ে নৈতিকতার চর্চায় উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা চালাচ্ছে। সরকারি কর্মকর্তারা ভাবছেন ইসলাম চর্চা ও আচার আচরণের গুরুত্ব কমিয়ে দিয়ে নৈতিকতার

www.amarboi.org

চর্চা ও নৈতিক আচার আচরণের গুরুত্ব বাড়িয়ে দিলেই দেশ থেকে অন্যায়, অবিচার, দুর্নীতি, চুরি, ডাকাতি, সন্ত্রাস, রাহাজানি, চাঁদাবাজি, মাদকাসক্তি, চোরাচালান, শিশু হত্যা, নারী নির্যাতন ইত্যাদি অসংখ্য জাতীয় রোগ দূর হয়ে যাবে। জেগে উঠবে নৈতিক মূল্যবোধ, সদাচার, সদ্ব্যবহার এবং সৃষ্টি হবে দুধে ধোয়া সমাজ, বিবেকবান নাগরিক পাবে।

কিন্তু ধর্মকে শিক্ষা থেকে বাদ দিয়ে বা কাটছাঁট করে তা যে কখনো হয় না, সে কথা ভারতীয় শিক্ষাবিদরা জানেন। আর আমাদের একদেশে, একপেশে, একমুখো শিক্ষাবিদরা তা জানেনও না। অথবা জানলেও তা মানেন না। তাই তাদের জ্ঞাতার্থে পূর্বোক্ত ভারতীয় শিক্ষানীতিতে নৈতিক মূল্যবোধ, বিনয়, সদ্ব্যবহার, শিক্ষাক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের (spiritual values) সাথে কতখানি যুক্ত তা নিচের কোটেশন থেকে বোঝা যাবে এ বিষয়ে। ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে :

We have to lay special stress on the teaching of moral and spiritual values. Moral values particularly refer to the conduct come together. It is essential that from the earliest childhood moral values should be inculcated in u. We have to influence home first. Habits, both of mind and body, formed in the early years at home, persist, sand influence our life afterwards, manners and a very important part of moral education;

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে সর্বত্র বস্তুর প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। এটিকে মানুষের জন্য অশুভ হিসেবে গণ্য করেছেন। কারণ তাঁর মতে, 'Man is essentially a spiritual being. It is this spiritual element of man which is responsible for all the great achievements in this world. (Purkait : 2001:86) এ কারণে তিনি শিক্ষার মাধ্যমে আত্মিক শক্তিতে শিক্ষার্থীদের উজ্জীবিত করার ওপর এতই জোর দিয়েছেন যে, বস্তুগত জগৎ যেন কখনই মানুষ, মানবতা ও বস্তুবহির্ভূত চিরায়ত বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ না করতে পারে সে জন্য শিক্ষায় আত্মিকতাবাদের গুরুত্ব উল্লেখ করে বলা হয়েছে, 'Material progress is a good things; social and political reforms are even

www.amarboi.org

more valuable, both to the race and the individual; their final worth lies in the aid they afford to spiritual life.' (Findlay : 1968:41)

সক্রেটিস জ্ঞান আহরণের ওপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। তাঁর মতে শিক্ষার মূল কথা হচ্ছে 'Gnothi Seautin' অর্থাৎ নিজেকে জানো (Know thyself)। তিনি বলেছেন, 'চিন্তা করো, জ্ঞান অর্জন করো এবং নিজেকে জানো।' নিজেকে জানা ব্যতীত মানবজীবন পরিপূর্ণতা লাভ করে না। নিজেকে জানার অন্য রূপই হচ্ছে শিক্ষা লাভ। প্লেটো মানুষের দেহ ও মনের সার্বিক বিকাশ সাধনের প্রধানতম উপায় হিসেবে শিক্ষাকে গণ্য করেছেন। আমাদের প্রিয় নবীর কথা, "মান আরাফা নাফসাহু ফাকাদ আরাফা রব্বাহু।" সক্রেটিসরা ইসলামের কথাটাই ছিনতাই করেছেন। আজ আমাদের কাছে 'বদলে যাও বদলে দাও' 'পরিবর্তন চাই', 'দিন বদল' ইত্যাদি খুব আকর্ষণীয় শ্লোগান। অথচ পরিবর্তনের কথা সবার আগে বলেছে আল-কুরআন। কুরআনে বলা হয়েছে "আল্লাহ কোন জাতির ভাগ্যের পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না সে নিজেই ভাগ্যের পরিবর্তন করে।"

মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ আল কুরআনে শিক্ষা গ্রহণকে অবশ্য কর্তব্য হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে S N O Zulfaqar Ali তাঁর "The Modern Teacher" গ্রন্থের শুরুতে উল্লেখ করেছেন, 'In the Quran education has been urged as a duty. It is to be noted that the holy book opens with the verse Ekra Bismee Rabbika llaji Khalaqa': Read in the name of the Lord and that the very title Quran which is derived from the আলবার্ট সিজার তার Teaching of Reference of or Life গ্রন্থে শিক্ষা সংক্রান্ত আলোচনা রাখতে গিয়ে বলেছেন, 'Three kinds of progress are significant. These are progress in knowledge and technology, progress in socialization of man and progress in spirituality. The last one is the most important'. তার ভাষায় 'আধ্যাত্মিকতার বিকাশই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

www.amarboi.org

বাংলাদেশে গত ৩৮ বছর শিৰা ও সামাজিক ৰেত্রে ধর্মনিরপেৰতার নামে যে ইসলাম ও মুসলিমবিরোধী আত্মিক এবং ধর্মীয় সদাচারের অবৰয় ঘটানো হচ্ছে তার ফলে কি হচ্ছে?। আজ ছাত্ররা শিৰককে পেটাচ্ছে না? শিৰক তার নারী সহকামীকে যৌন নির্যাতন করছে না? ছাত্ররা সহপাঠী ছাত্রীদের উৎসব করে ইজ্জতহানি ঘটাচ্ছে না? পিতা পুত্রকে; মা ছেলেকে; ছেলে মাকে; ভাই বোনকে; মামা ভাগ্নিকে এরকম অসংখ্য রকম নির্যাতনসহ দুর্নীতি ও দুঃশাসন সমাজকে ছেয়ে ফেলতে পারত না; প্রতিদিন গড়ে ১১ জন করে খুন হচেছ। এই সরকারের সময় সবচেয়ে সস্তা হলো মানুয়ের জীবন। বিশেষ করে নারী নির্যাতন বেড়েছে রেকর্ড পরিমাণ। ইভ টিজিং এখন মহামারী আকার ধারণ করেছে।

শতকরা ৯০ ভাগ মুসলিম অধ্যুষিত দেশে শত শত বছরব্যাপী গড়ে তোলা একটা গৌরবময় শ্রেষ্ঠ জাতির সাইকোলজিক্যাল মেকআপ ভেঙে দেয়ার ফলেই যে আজ গোটা সমাজ বন্ধনহীন, উচ্ছৃঙ্খল ও অসভ্য হয়ে উঠেছে তা অস্বীকার করা যায় না। আর এ অসভ্যতা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও বন্ধহীনতার এই সরকারের দুই বছরের দিকে তাকালেই আমাদের শিৰাব্যবস্থায় কেমন মানুষ তৈরি করছে তার সংৰিপ্ত চিত্রটি ফুটে উঠবে।

বেসরকারি সংস্থা অধিকার আয়োজিত মানবাধিকার প্রতিবেদন-২০১০ প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১০ সালে ১২৭ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। প্রতি ৩ দিনে গড়ে ১ জন এ হত্যাকাণ্ডের শিকার। এর মধ্যে তথাকথিত ক্রসফায়ারে ১০১ জন, নির্যাতনে ২২ জন, গুলিতে ২ জন এবং ২ জনকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এদের মধ্যে র‍্যাবের হাতে ৬৮ জন, পুলিশের হাতে ৪৩ জন, র‍্যাব-পুলিশের অভিযানে ৯ জন, র‍্যাব-কোস্টগার্ডের অভিযানে ৩ জন, র‍্যাব পুলিশ-কোস্টগার্ডের অভিযানে ৩ এবং বিডিআরের হাতে ১ জন নিহত হয়েছেন। একই সময়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হেফাজতে থাকাবস্থায় প্রাণ হারিয়েছেন আরো ১১০ জন। ৬৭ জন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নির্যাতনের শিকার এবং এদের মধ্যে ২২ জন মৃত্যুবরণ করেছেন। ৬০ জন জেলহাজতে অসুস্থাজনিত কারণে মারা গেছেন। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে গুম হয়েছেন ১৬ জন। বিডিআর বিদ্রোহের অভিযোগে আটক ১৫ জন বিড়িআর সদস্য জেল ও অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হেফাজতে মারা গেছেন।

www.amarboi.org

বিএসএফ ৭৪ জন বাংলাদেশীকে হত্যা করেছে। তাদের হাতে আহত হয়েছেন আরো ৭২ জন। আর অপহৃত হয়েছে আরো ৪৩ জন। ৫৫৬ জন নারী ও শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে ২৪৮ জন নারী এবং ৩০৮ জন মেয়ে শিশু। ধর্ষিতা নারীদের ৬১ জনকে হত্যা করা হয়েছে এবং ১১৯ জন গণধর্ষণের শিকার। ধর্ষিতা মেয়ে শিশুদের মধ্যে ৩০ জনকে হত্যা এবং ৯৩ জন গণধর্ষণের শিকার। ৩৮৭ নারী যৌতুকের শিকার যার মধ্যে ২৪৩ জনকে হত্যা করা হয়েছে এবং ১২২ জন অমানবিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এদের মধ্যে ২২ জন আত্মহত্যা করেছেন। ৩২৬ জন হয়রানির শিকার যার মধ্যে ৭ জন বখাটেদের হাতে মৃত্যুবরণ করেছেন। ১২৯ জন লাঞ্ছিত, ২৫ জন আত্মহত্যা এবং ৫ জন অপহৃত হয়েছেন। এ ছাড়া বখাটেদের হাতে ১৪ জন পুরুষ হত্যা ও ১২৭ জন আহত হয়েছেন। এসিড সহিংসতার শিকার হয়েছেন ১৩৭ জন। ২০১০ সালে ৪ জন সাংবাদিক নিহত, ১১৮ জন আহত, ৪৩ জন লাঞ্ছিত, ৪৯ জন হুমকির সম্মুখীন, ১৭ জনের ওপর হামলা, ২ জনকে গ্রেফতার, ১ জন অপহৃত এবং ১৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। তৈরি পোশাক শ্রমিকদের ৭ জন সংঘর্ষে নিহত ও ২৫৩৮ জন আহত হয়েছেন। এ ছাড়া ২৫৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলায় ৮ জন নিহত, ৩৮৮ জন আহত হয়েছেন। এ ছাড়া ২৩টি মন্দির ভাঙচুর করা হয়েছে। রাজনৈতিক সহিংসতায় ২২০ জন নিহত ও ১৩ হাজার ৯৯৯ জন আহত হয়েছেন। সভা-সমাবেশ বন্ধ করতে ১১৪ বার ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। এর উল্লেখযোগ্য অংশ এ জাতীয় শিক্ষিত লোকদেরই কর্ম।

যদি শিক্ষার ক্ষেত্রে, সরকারি প্রশাসনে ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানাদিতে ইসলামী মূল্যবোধ এবং ধর্মীয় চেতনা স্বাভাবিক মাত্রায় বজায় থাকত ??? আধ্যাত্মিক চেতনা ও মূল্যবোধ হারানোর কারণেই যে বংলাদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে ও সমাজে, গোষ্ঠী পর্যায়ে থেকে ব্যক্তি পর্যায় অবধি নীতি-নৈতিকতা, বিবেক বিবেচনা, সভ্যতা ভদ্রতা, লজ্জা শরম প্রভৃতিতে ধস নেমেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

অথচ শিক্ষা মানুষের মনকে করে সুন্দর, উদার ও সহানুভূতিশীল। জ্ঞান আহরণ ও বিতরণে সচেতনতা সৃষ্টি শিক্ষার ভিত্তিকে করে মজবুত। শিক্ষা যদি জীবনের কাজে না লাগে, শিক্ষা যদি সমস্যার সমাধানে ফলপ্রসূ না হয়,

www.amarboi.org

শিক্ষা যদি জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে না পারে, তাহলে এ শিক্ষার কোন অর্থ নেই। অর্থবহ ও কল্যাণমুখী শিক্ষা ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায়, আত্মিক ও আধ্যাত্মিক নিগূঢ় তত্ত্ব ও তথ্যের সংযোগ ঘটায়, মানবিক ও জাগতিক প্রয়োজনের সমুদয় বিষয়গুলোর সঠিক ও সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেয়। নীতিবোধকে পরিস্ফুট এবং দৃঢ়তর করে তোলার পরিপূর্ণ শিক্ষা ইসলামী বিধিবিধানেই নিহিত। কারণ সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা এক হয়েও আমাদের এ কথা জানাতে পারেনি যে 'মিথ্যা বলা মহাপাপ', শিক্ষা মানুষের অপরিহার্য ন্যায্য অধিকার। প্রতিটি নর-নারীর জন্য এ অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান ইসলামেরই বলিষ্ঠ ঘোষণা 'প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর জন্যই শিক্ষা ফরজ। শিক্ষাই মানুষকে ভাল-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-অসত্যের পার্থক্য ধরিয়ে দেয়। আর এই শিক্ষার অভাবেই গোটা জাতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু বর্তমান সরকার ধর্মীয় শিৰাকে নির্বাসনে পাঠিয়ে সেকুলার শিৰাব্যবস্থা আমদানির যে উদ্যোগ নিয়েছে তাতে অসামাজিক ও অনৈতিক কাজ আরো বৃদ্ধি পাবে। এটিকে আমরা বলি অপরাধ বা অবক্ষয়। এটির জন্য আইনের প্রয়োগই আমাদের সমাজের সর্বোচ্চ বিধান। কিন্তু এতেই কি সমাধান? জীবনের জন্য আইন তৈরি ও তার প্রয়োগ অব্যাহত কিন্তু আমাদের অপরাধ কেন যেন বেড়েই চলছে প্রতিদিন!

www.amarboi.org

প্রফেসর'স বুক কর্ণারের গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা

তা'লিমুল কুরআন (১ম খণ্ড)	আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী	১৫০/-
রিয়াদুস সালেহীন (১ম-৪র্থ খণ্ড)	ইমাম ইয়াহইয়াহ আন নববী	৭০০/-
রাহে আমল (১ম-২য় খণ্ড)	আল্লামা জলীল আহসান নদভী	২৫০/-
এন্তেখাবে হাদীস (একত্রে)	আল্লামা আব্দুল গাফফার হাসান নদভী	১৩০/-
মহিলা সাহাবী	নিয়ায ফতেহপুরী	১৬০/-
কারাগারে রাতদিন	জয়নাব আল-গাজালী	১৫০/-
শহীদ হাসানুল বান্নার ডায়েরী	খলিল আহমাদ হামিদী	১০০/-
কবীরা গুনাহ	ইমাম আযযাহাবী রহ.	১২০/-
ইসলামী আদর্শ	ড. মাহমুদ আহমেদ	১৮০/-
দারসে হাদীস (১-৪ খণ্ড)	মাওলানা খলিলুর রহমান মুমিন	২৫০/-
যাদেরাহ্	মুফতি বাহারুল্লা নদভী	২০০/-
রিয়াদুস জান্নাত	মুফতি বাহারুল্লা নদভী	৩০০/-
বেহেশতি জেওর (মাসায়েল অংশ)		২০০/-
দু'আ কেন কবুল হয় না	মাওলানা মোহাম্মদ বশির উদ্দিন	৩০/-
বিষয়ভিত্তিক কোরআন ও হাদীস	আবু সালেহ	৪০/-
মুমিনের আত্মগঠনে সালাতুত্ তাহাজ্জুদ	শেখ মোহাম্মদ আবু তাহের	২৫/-
দাওয়াতে দ্বীন : এক অনিবার্য মিশন	ডা. মুহাম্মদ হুমায়ূন কবীর	৪০/-
নারীদের ব্যাপারে সতর্কবাণী	হযরত আবু সাঈদ (রহঃ)	৩০/-
নারীর ইজ্জতের গ্যারান্টি কোন পথে	মাওলানা আমদ শফী	৩০/-
মুসলমানদের নিকট আলকুরআনের দাবী	ডা. ইসরার আহমদ	৩০/-
কুরআন হাদীসের আলোকে আখেরাতের চিত্র	মাও. মু. খলিলুর রহমান মুমিন	৯০/-
মরণের পরে কী হবে	গোলাম সোবহান সিদ্দিকী	২০০/-
মৃতদের জন্য জীবিতদের যা করণীয়	মু. নাঈম সিদ্দিকী	২৫/-
একটুখানি চোখের পানি ও ইসলামী আন্দোলন	সিরাজুল ইসলাম মতলিব	২৫/-
আচরণে মুমিনের পরিচয়	আজিজা সুলতানা	২৫/-
পরকালের প্রস্তুতি	মু. নাঈম সিদ্দিকী	২৫/-
মহিলা কর্মীর সমস্যা ও সমাধান	হুফুরা খাতুন	২৫/-
ইসলামী আন্দোলনে কর্মীদের যা প্রয়োজন	এড. মহম্মদ ইসাহাক	২৫/-
দুষমণের প্রতিষেধক	রাহাত মিজান	৫০/-
পরকালের প্রস্তুতি	মু. নাঈম সিদ্দিকী	২৫/-
রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর শিক্ষা ব্যবস্থা	ড. রেজাউল করিম	২৫/-

প্রকাশনায়

প্রফেসর'স বুক কর্ণার

১৯১ ওয়ারলেস রেলগেইট, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

ফোন : ৯৩৪১৯১৫, মোবাইল : ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪